বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

অগ্রদূত

AGRADOOT

৫৮ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪২১, জুলাই-২০১৪

প্রকাশনার ৫৮ বছর

১৬ জুলাই বাংলাদেশ স্কাউটস এর ত্রৈবার্ষিক কাউন্সিল
উদ্বোধন করবেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি: আসছে নতুন নেতৃত্ব

এ সংখ্যায়

- ব্যতিক্রম প্রয়াস: বইপড়া প্রতিযোগিতা
- আত্ম উন্নয়ন ও জাতি গঠনে রোভার স্কাউটিং
- নবরূপে মুজিবনগর
- মহাবিশ্ব ও ব্যবস্থাপনা
- বিশ্বকাপ ফুটবল: টুকিটাকি
- স্বদেশ বিবৃতি
- বিজ্ঞানের সেরা আবিষ্কার
- বর্ষায় শিশুর যত্ন
- একটি সুখের নীড়
- জানা-অজানা
- স্কাউট সংবাদ

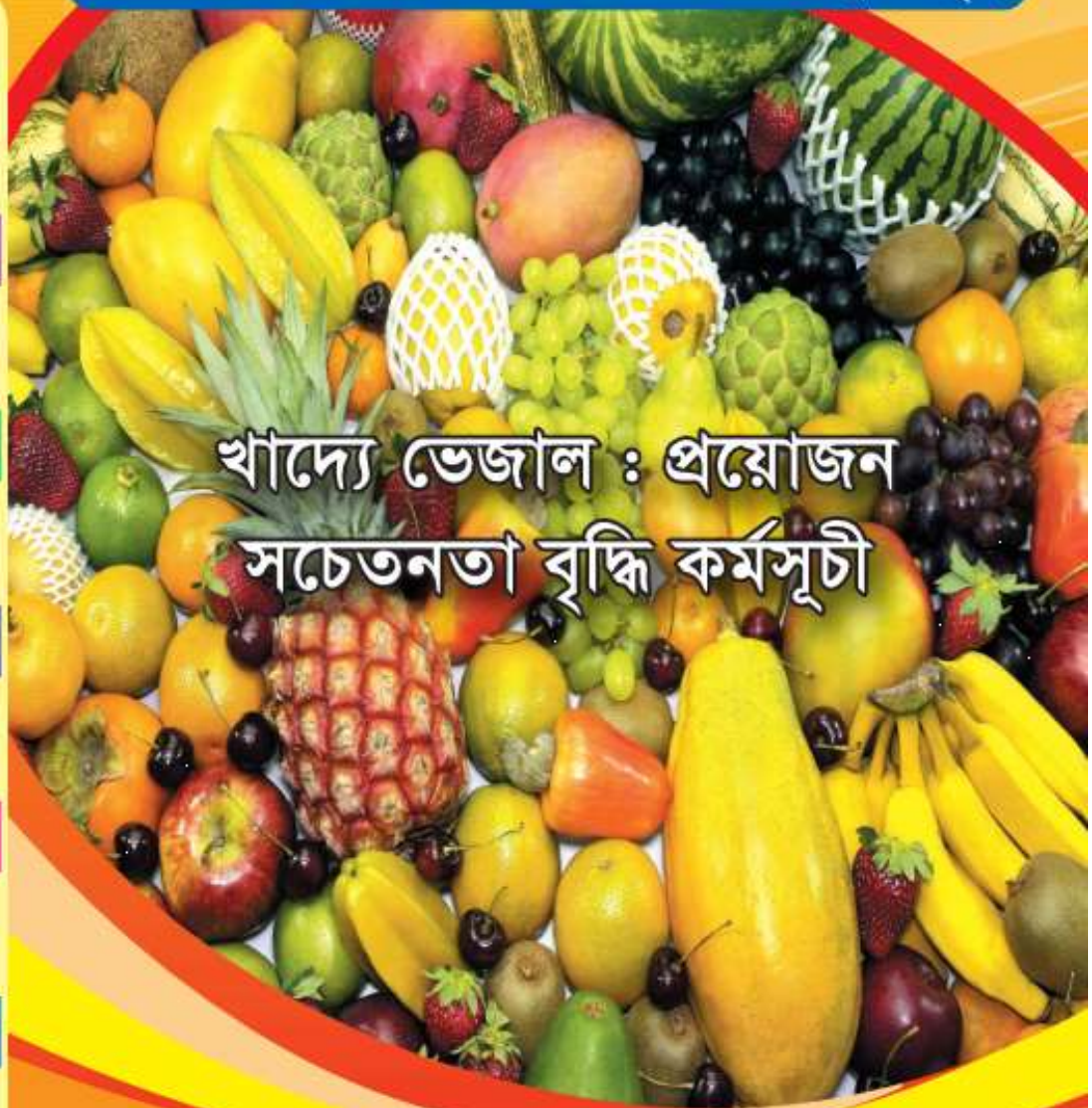

খাদ্যে ভেজাল : প্রয়োজন সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচী

বাংলাদেশ স্কাউটস

নিয়মিত প্রকাশনার ৫৮ বছর

অগ্রদূত
AGRADOOT

বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

❑ ৫৮ বর্ষ ❑ ৭ম সংখ্যা ❑ আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪২১ ❑ জুলাই-২০১৪

প্রধান উপদেষ্টা
মো. আবুল কালাম আজাদ

সম্পাদক
মোহাম্মদ তৌফিক আলী

সম্পাদনা পরিষদ
শফিক আলম মেহেদী
প্রফেসর নাজমা শামস
মু. তৌহিদুল ইসলাম
আখতারুজ্জামান খান কবির
মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন
এম এম ফজলুল হক
মো. আরিফুজ্জামান
মো. দেলোয়ার হোসাইন

নির্বাহী সম্পাদক
ফারুক আহাম্মদ

সহ-সম্পাদক
আওলাদ মারুফ
নাজমুল হক
ফরহাদ হোসেন
রাশেদুল ইসলাম তুষার
তৌহিদুন নাছের

চিত্রশিল্পী
মতুরাম চৌধুরী

চিত্র গ্রাহক
মোঃ হামজার রহমান শামীম

অক্ষর বিন্যাস
আবু হাসান মোঃ অলীদ

বিনিময় মূল্য ঃ দশ টাকা

বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড
কাকরাইল, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৯৩৩৭৭১৪, ৯৩৩৩৬৫১
পিএবিএক্স, সম্প্রসারণ - ২৬
মোবাইল ঃ ০১৭৩১-২৮২০৫৬
ইমেলঃ bsagrodoot@gmail.com
ফ্যাক্সঃ ৮৮০২-৯৩৪২২২৬

মাসিক অগ্রদূত বাংলাদেশ স্কাউটসের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে।

ক্লিক করুন

www.bangladeshscouts.org

সম্পাদকীয়

১৬ জুলাই ২০১৪ বাংলাদেশ স্কাউটসের অগ্রযাত্রায় যোগ হতে যাচ্ছে আর এক নতুন মাত্রা। সেদিন অনুষ্ঠিত হবে ৪৩তম বার্ষিক (ত্রৈবার্ষিক) সাধারণ সভা। এই ত্রৈবার্ষিক সাধারণ সভায় স্বত:ফূর্তভাবে নির্বাচিত হবেন আগামী ৩ বছরের জন্য সভাপতি, সহ-সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ, প্রধান জাতীয় কমিশনার সহ কয়েকজন আঞ্চলিক প্রতিনিধি। বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কাউন্সিলের নতুন নেতৃত্ব বাংলাদেশ স্কাউটসকে আর এক ধাপ অগ্রযাত্রার মাত্রা তরান্বিত করবেন সেই প্রত্যাশা রইল।

বাংলা বর্ষপঞ্জি গণনায় আষাঢ়-শ্রাবণ মানেই বর্ষামুখর একটানা কতগুলো দিন। সাথে আমাদের ব্যস্তময় জীবনের মধ্যেও খানিকটা কাব্যিক ছন্দ যার প্রতিটি মুহূর্ত হতে পারে বৃষ্টি স্নাত অথবা ঘন মেঘলা আকাশের মধ্যদিয়ে সূর্যালোকের রশ্মিছটা। যা আমাদের সম্ভাবনাময় জীবনে প্রাকৃতিক সাহাচার্যে অনেক বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে শেখায়। আবার কখনো আল্পনা আঁকে মনের মনি কোঠায়। এভাবেই দিনগুলো পঞ্জিকার পাতা থেকে উবে যায়। গড়িয়ে চলে অসীমতার দিকে।

এ মাসেই পালিত হচ্ছে মুসলমানদের রমজানুল মোবারক পবিত্র সিয়াম সাধনা। আমাদের সকলের প্রত্যাশানুযায়ী সাধারণ জীবনযাপনে সুরক্ষিত থাকবে জীবনযাপনের জন্য খাদ্য এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আজ স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের ভেজালবিহীন অবস্থা দেখা যাচ্ছে না। কোন কোন খাদ্যে ভেজাল ও রাসায়নিক সন্ত্রাসের নির্মম থাবায় সে খাদ্য পরিণত হচ্ছে বিষে। ফলে মানুষ শিকার হচ্ছে নীরব গণহত্যার। এ সংখ্যায় এ নিয়ে একটি প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে প্রকাশিত হলো। খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে শুধু আইন প্রণয়নই যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন আইনের যথাযথ প্রয়োগ, বাস্তবায়ন এবং গণসচেতনতা।

পরিশেষে, স্কাউট পরিবারের সকলের মাঝে স্কাউটসের জাতীয় পর্যায়ের আগামী দিনের নব নেতৃত্ব অনুপ্রাণিত হোক, ভ্রাতৃত্ব ও শান্তির বন্ধন সমুন্নত হোক এবং পবিত্র রমজানের রহমত বর্ষিত হোক সকলের প্রতি এই কামনা করি।

আগামী সংখ্যা থেকে অগ্রদূত-এ যোগ হচ্ছে আরো কিছু বিভাগ।

প্রোগ্রাম বুলেটিন

বাংলাদেশ স্কাউটস-এর প্রোগ্রাম বিভাগ থেকে ত্রৈমাসিক প্রকাশিত হচ্ছে...

গার্ল-ইন-স্কাউটিং বুলেটিন

বাংলাদেশ স্কাউটস -এর গার্ল-ইন-স্কাউট বিভাগ থেকে প্রকাশিত হচ্ছে...

সূচীপত্র

১৬ জুলাই বাংলাদেশ স্কাউটস এর ৪৩তম বার্ষিক (ত্রৈবার্ষিক)	
সাধারণ সভা উদ্বোধন করবেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি: আসছে নতুন নেতৃত্ব	৩
খাদ্যে ভেজাল ঃ প্রয়োজন সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচী	৪
ব্যতিক্রম প্রয়াস ঃ বইপড়া প্রতিযোগিতা	৬
আত্ম উন্নয়ন ও জাতি গঠনে রোভার স্কাউটিং/মহিউদ্দিন লিটন	৭
একটি সুখের নীড়/মোঃ শামীমুল ইসলাম	৮
নবরূপে মুজিবনগর/তৌহিদুন নাহের	৯
স্বর্ণ তৃষা/ড. আরেফিন বেগম	১০
মহাবিশ্ব ও ব্যবস্থাপনা/ড. শেখ মোঃ রেজাউল করিম	১১
সোনা মসজিদ : গৌড় নগরীর নিদর্শন/রাশেদুল ইসলাম তুষার	১২
কম্পিউটারের টুকিটাকি/মোঃ হামজার রহমান শামীম	১৩
সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশ/তৌফিকা তাহসিন	১৪
খেলাধুলা ঃ বিশ্বকাপ ফুটবল টুকিটাকি	১৫
স্বাস্থ্য কথা ঃ বর্ষায় শিশুর যত্ন	১৬
জানা-অজানা/সালেহীন সিরাত	১৭
স্বদেশ-বিবৃতি	১৮
চিত্র-বিচিত্র	২০
তথ্য-প্রযুক্তি ঃ বিজ্ঞানের সেরা আবিষ্কার	২১
ঠাকুরগাঁয়ে অর্ধশতাধিক বছরে সূর্যপুরি আম/মো: ইউনুস	২২
ফিরে দেখা জাম্বুরী : পরিবহন সেচ্ছাসেবী দল	২৪
কবিতা	২৬
স্কুলে বন্ধুদের আঁকা	২৭
চিত্রে স্কাউট কার্যক্রম	২৮
স্কাউট সংবাদ	২৯

নবম বাংলাদেশ ও ১ম সানসো স্কাউট জাম্বুরী উপলক্ষে বাংলাদেশ স্কাউটস একটি সুদৃশ্য স্মরণিকা প্রকাশ করে

১৬ জুলাই বাংলাদেশ স্কাউটস এর ৪৩তম বার্ষিক (ত্রৈবার্ষিক) সাধারণ সভা
উদ্বোধন করবেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি: আসছে নতুন নেতৃত্ব

॥ অগ্রদূত প্রতিবেদন ॥

১৬ জুলাই ২০১৪ বুধবার বিকেল ৩.০০ টায় বাংলাদেশ স্কাউটস এর ৪৩তম বার্ষিক (ত্রৈ-বার্ষিক) সাধারণ সভা ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এর মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট কাউন্সিল সভা উদ্বোধনের সদয়সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। উক্ত কাউন্সিল সভায় বাংলাদেশ স্কাউটস এর কাউন্সিলরবৃন্দ উপস্থিত থাকবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। সভা উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকায় মহামান্য বাণী প্রদান করেছেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতি কাউন্সিল সভায় উপস্থিত থেকে স্কাউটিং কার্যক্রমে অসামান্য কার্যক্রমের স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশ স্কাউটস এর সর্বোচ্চ পর্যায়ের অ্যাওয়ার্ড রৌপ্য ব্যাঘ্র অ্যাওয়ার্ড ও দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড ইলিশ প্রদান করবেন এছাড়াও বাংলাদেশ স্কাউটস এর ৫৪ জন প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট ০৩ জন প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউটকে অ্যাওয়ার্ড প্রদান করবেন। কাউন্সিলর সভায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ এবং স্কাউট অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তদের অভিভাবকবৃন্দ। সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রধানগণ সহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকবেন।

উল্লেখ্য যে এ বছর মূলতঃ ত্রৈ-বার্ষিক কাউন্সিল সভায় আগামি ০৩ বছরের জন্য বিভিন্ন পদে নতুন মনোনয়ন ও নির্বাচন করা হবে। এর মধ্যে সভাপতি, সহ-সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ, প্রধান জাতীয় কমিশনারসহ আঞ্চলিক প্রতিনিধিবৃন্দ। বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃপক্ষ দৃঢ়ভাবে আশা পোষণ করছে যে, স্কাউটিং কার্যক্রমে সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুন্দর করার স্বার্থে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিযোগিতার বিষয়টি পরিহার করে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করার। ইতিমধ্যে প্রধান জাতীয় কমিশনার মহোদয় স্কাউটিংয়ের সকল স্তরে সাকশেসন প্লান অনুযায়ী নেতা নির্বাচনের আহবান জানান। এর আগে ০২ জুলাই ২০১৪ বাংলাদেশ স্কাউটস এর একটি প্রতিনিধি দল বঙ্গভবনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। মহামান্য রাষ্ট্রপতি দেশের বিদ্যমান স্কাউটিংকে জোরদার করা এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে এক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদানের আহবান জানান।

সপ্তদশ জাতীয় মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপ

সপ্তদশ জাতীয় মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছবিতে বামদিক থেকে জাতীয় কমিশনার মোঃ মহসিন জাতীয় কমিশনার ইশতিয়াক হোসাইন, জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক প্রধান জাতীয় কমিশনার মোঃ আবুল কালাম আজাদ জাতীয় কমিশনার মোঃ রফিকুল ইসলাম খান ও নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মোঃ মজিবর রহমান মান্নান

অগ্রদূত প্রতিবেদনঃ বাংলাদেশে স্কাউটস এর জাতীয় সদর দফতর এর সকল বিভাগ এবং বাংলাদেশ স্কাউটস এর সকল অঞ্চলের মোট ৯৫ জন প্রতিনিধির সমন্বয়ে ১৬-১৯ জুন ২০১৪ পর্যন্ত জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুরে অনুষ্ঠিত হয় সপ্তদশ জাতীয় মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপ।

১৬ জুন ২০১৪ সন্ধ্যা ৭:৩০ মিনিটে জাতীয় মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপ এর শুভ উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার এবং বাংলাদেশ সরকারের সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ। উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর আন্তর্জাতিক কমিশনার ও সিনিয়র সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ওয়ার্কশপের পরিচালক ও জাতীয় কমিশনার প্রশিক্ষণ জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান। অনুষ্ঠানে জাতীয় কমিশনার (বিধি) জনাব মোঃ ইশতিয়াক হোসাইন, জাতীয় কমিশনার (এক্সটেনশন স্কাউটিং) জনাব মোঃ মোহসিন, জাতীয় কমিশনার (গাল ইন স্কাউটিং) জনাব শবনম সুলতানা এবং নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মোঃ মজিবর রহমান মান্নান উপস্থিত থেকে ওয়ার্কশপের দিকনির্দেশনামূলক শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। এ ওয়ার্কশপে বাংলাদেশ স্কাউটস এর ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের সার্বিক কর্মপরিকল্পনা ও এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এর পাশাপাশি বাংলাদেশ স্কাউটস এর গৃহীত বিভিন্ন কর্মকান্ডের আপডেট, লিডারশীপ, স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান, ভিশন, নতুন চতুবার্ষিক পরিকল্পনা, বিভিন্ন বিভাগীয় কার্যক্রম বিষয়ে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ সেশন পরিচালিত হয়।

ওয়ার্কশপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ট্রেনার্স হ্যান্ডবুক ৩ এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

খাদ্যে ভেজাল ঃ প্রয়োজন সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচী

॥ অগ্রদূত প্রতিবেদন ॥

ভয়ঙ্কর মানবিক স্বাস্থ্য বিপর্যয়ের মুখে বাংলাদেশ। অপ্রতিরোধ্য এক আত্মঘাতী অস্থিরতা নীরব ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে আমাদের খাদ্যে বিষক্রিয়া। দেশের ১৬ কোটি মানুষ আজ স্বাস্থ্য ঝুঁকির সম্মুখীন। এ সময় সম্মিলিতভাবে খাদ্যে বিষক্রিয়ার বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে। কারণ আর্থিক দুরাবস্থা যতনা ভয়াবহ তার চেয়ে খাদ্যের বিষক্রিয়ার ভয়াবহতা আরো বেশি ভয়ঙ্কর। এটি জাতীর অস্তিত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ। তাই এখনই প্রয়োজন এসবের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে সচেতনতা গড়ে তোলা। দেশের স্কাউট-স্কাউটারেরা এ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে আরো বেশি কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারে।

খাদ্যে বিষক্রিয়া ছড়ানো এবং এর প্রতিকার বিষয়গুলো তুলে ধরা হলো-

ফরমালিন-মাছ, ফল, দুধ, সবজিসহ দ্রুত পচনশীল খাদ্য পণ্যে মেশানো হয়। পচনরোধ করার জন্য মেশানো হয়।

ফরমালিন দেয়া মাছের চোখ ভিতরের দিকে ফ্যাকাশে, ফুলকা কালচে, দেহ শুকানো থাকে। মাছি বসে না গন্ধ পাওয়া যায় না।

প্রতিরোধের উপায়- বেচাকেনা নিয়মনীতির আওতায় সংরক্ষণের বিকল্প ব্যবস্থা করা।

মানবদেহের সহনীয় মাত্রা-WHO'র দেয়া ধারণা অনুযায়ী একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি প্রতিদিন গড়ে ১.৫-১৪ মিলিগ্রাম বা .০.০৩ থেকে ০.১৫ পিপি এম মাত্রার ফরমালিন গ্রহণ করতে পারে।

ইউরিয়া-গবাদি পশু, মুড়ি চাল পাওয়া যায়। পশুকে হৃষ্টপুষ্ট, মুড়ি ও চাল চকচকে করতে প্রয়োগ হয়। পশুর ক্ষেত্রে পরীক্ষা ছাড়া ধরা কঠিন। মুড়ি চালের ক্ষেত্রে বেশী সাদা রং দেখে বোঝা যাবে।

প্রতিরোধ উপায়- মনিটরিং জোরদার করা।

ক্যালসিয়াম কার্বাইড- আম, কলা পেঁপে, টমেটোসহ বিভিন্ন ফলে মেশানো হয়। ফল পাকাতে, রং আকর্ষণীয় করতে প্রয়োগ হয়। ফলের রং সুষম, কলার চোঁচা হলুদ ও বোটা সবুজ হয়।

প্রতিরোধের উপায়- ভোক্তা অধিকার আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ, জনসচেতনতা বৃদ্ধি, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযান।

ষ্টেরয়েড- গবাদি পশু ও মুরগির মাংসে প্রয়োগ করা হয়। গবাদি ও পশু মুরগি মোটাতাজাকরনের জন্য প্রয়োগ হয়। ল্যাব টেষ্ট ছাড়া বোঝা কঠিন।

প্রতিরোধের উপায়- পশু বা মুরগি জবায়ের আগে পরীক্ষা ব্যবস্থা রাখা।

আর্সেনিক- মাটি থেকে পানি হয়ে সব খাদ্যেই মিশে যেতে পারে। প্রাকৃতিকভাবেই হয়। পরীক্ষায় ধরা পড়ে।

প্রতিরোধের উপায়- শনাক্ত করা, বর্জন করা টেকসই বিকল্পের ব্যবস্থা করা।

সহনীয় মাত্রা- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এর মতে, খাবার পানির মাধ্যমে আর্সেনিকের সহনীয় মাত্রা বাংলাদেশের মানুষের জন্য ধার্য আছে ৫০পিপিবি পর্যন্ত। ডিমে মাত্রা ধরা হয় ৫০০পিপিবি।

খাদ্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণ- ভেজাল নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশের এখন পযন্ত আইন তৈরী হয়েছে ১৬টি। এর মধ্যে সর্বোচ্চ শাস্তি ৫ বছর কারাদণ্ড। তবে বিশেষ ক্ষমতা আইনে মৃত্যুদন্ডের বিধান রয়েছে। ভেজাল নিয়ন্ত্রণে কাজ করে বিএসটিআই, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, সিটি কর্পোরেশন জেলা প্রশাসন, মেট্রোপলিটন পুলিশ, ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর, উদ্ভিদ সংগনিরোধ বিভাগ, আণবিক শক্তি কমিশনসহ অনেক প্রতিষ্ঠান।

খাদ্যে ভেজাল কি?- এমন কোনো জিনিস খাবারে মেশানো হয়, যা ওই খাদ্যের অংশ নয়- সেটাই খাদ্যে ভেজাল।

কখন খাদ্যে ভেজাল বলা হয়-

*যদি মেশানো জিনিস প্রকৃত খাদ্যের গুনাগুন কমিয়ে দেয় বা ক্ষতি করে।

*যদি খাদ্যের তুলনায় সস্তা বা নিম্নমানের জিনিস মেশানো হয়।

*যদি খাদ্যের প্রয়োজনীয় বা মূলবান উপাদান সরিয়ে নেওয়া হয়।

*যদি রঙ মেশানো জিনিস নকল কিছু হয়।

*যদি রঙ বা কোনো পদার্থ মিশিয়ে খাদ্যের আর্কষণ বাড়াতে ব্যবহৃত হয়।

কী কী জিনিস খাদ্যে ভেজাল দিতে ব্যবহৃত হয়- *খাদ্য সংরক্ষণের জন্য

ব্যবহৃত জিনিস যেমন- লবণ, স্যালিসাইলিক বেনজয়িক, বরিক এসিড এবং এসবের সোডিয়াম লবণ ফরমাল ডেহাইড সালফিউরাস এসিড এবং এসবের লবণ।

*ফরমালিন খাদ্য পচন রোধ করার জন্য ব্যবহৃত হয়

*এসব জিনিস ক্রমাগত ব্যবহারে ক্ষতি করতে পারে। এমনকি লিভার ,কিডনি প্রভৃতি অঙ্গের ক্ষতি সাধন করে।

১০ প্রকারের খাদ্যে ভেজাল -

আইসক্রিম- এটি ঠান্ডা, যা ঠান্ডা চেম্বারে বানানো হয় এবং এজন্য চর্বি জাতীয় জিনিস মেশানোর সম্ভাবনা থেকে যায়, যা আইসক্রিম উপাদান। যেমন পেপারনি বিউট্রালডিহাইড, কাপড় ধোয়ার পাউডার সাবান, নাইট্রেট, ইথাইল এসিটেট এগুলো বিষ। তাছাড়া জন্তুর কিছু অংশ গলিয়ে বানানো বিশেষ গামও মেশানো হয়ে থাকে। এ অবস্থায় আইসক্রিমে ভেজাল স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর।

ভাজা খাবার- যখন খাবার ভাজা হয়, তা উচ্চ তাপে করা হয়, মনে হতে পারে, এ অবস্থায় ভেজাল সম্ভব নয়। কিন্তু এসব খাবার ভাজাপূর্ব পামঅয়েল ব্যবহৃত হয় যা লার্ডে ভেজাল দেয়া হয়। ফলে উচ্চ তাপমাত্রা প্রয়োগে এসবের ওপর একটা আবরণ পড়ে যা মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর এবং খাবার অযোগ্য। তাই প্রবীণদের ক্রমাগত এসব খাবার গ্রহণ জীবনধারণে ক্ষতি করতে পারে।

ময়দা বা আটা- চাল ও গম আমাদের প্রধান খাদ্য। এসবের গুড়ায় ভেজাল দেয়া হয় শ্বেতসার। ফলে ময়দা থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি চলে যায়। এ জন্য চাল ও গম যখন পেষা হয়, তখন সাবধান হতে হবে, যেন কোনো ভেজাল যোগ করা না হয়। জীবনের ক্ষতি করার বিনিময়ে ভেজালকারীরা লাভবান হয়।

সামুদ্রিক খাবার- সামুদ্রিক মাছে মার্কারি মানবদেহে জীবনঘাতী ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে। এই মার্কারি দু'ভাবে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। প্রথমত, সরাসরি মাছ খেয়ে এবং দ্বিতীয়ত, পাখির মাধ্যমে যারা এই মাছ খায়। এভাবে মার্কারি বিষক্রিয়ায় অনেক মৃত্যু হয়ে থাকে।

কফি- আপনি যে কফি পান করেন তা কি শুধুই কফি? এটা হচ্ছে Sawdust, Tamarind seeds ও Chicory powder- এর প্যাকেজ। এসব শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় নয়। এ জন্য সমাধান হলো তাজা কিনে তা গুড়া করে ভালো ও স্বাস্থ্যসম্মত কফি বানিয়ে নিন।

কমলার রস- অনেকে চা কফি ছেড়ে স্বাস্থ্যসম্মত ফলের রস খেয়ে থাকেন। কিন্তু এসব ফলের রসে চিনির শরবত গ্লুকোজ ও সস্তা রসকে অনেক দামে বেচে থাকেন। এসব রস স্বাস্থ্যের সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। সমাধান হচ্ছে প্যাকেজ ফলের রস এড়িয়ে চলুন এবং কমলা বা ফলমূল কিনে তাজা ফলের রস বানিয়ে সুস্থ থাকুন।

জাফরান- এটা যদি পাউডার অবস্থায় ব্যবহার করা হয়, যেটা সবচেয়ে বেশি ভেজাল হওয়ার অংশগ্রহণ। এ ভেজাল লাল রঙ থেকে হলদে রঙের হয়ে থাকে। গুড়া করার সময় হলুদ মেশানো হয়। এজন্য গাঢ় লাল রঙের ও সস্তা দামের জাফরান এড়িয়ে চলা ভালো।

মধু- অনেক মধু শুধু রঙিন চিনির সিরাপ। মধুর ভেজাল এড়াতে হলে চাকসহ মধু কিনে সেখান থেকে মধু নেয়া। কিন্তু বোতল বা কৌটায় ভরার সময় সাবধানতা অবলম্বন করা শ্রেয়, কারণ এই ভরার সময় সাধারণত ভেজাল মেশানো হয়ে থাকে।

অলিভ তেল- আসল অলিভ তেল

শরীরের জন্য উপকারী। কিন্তু বাজারে পাওয়া ১০ শতাংশ অলিভ তেল ভালো- বাকিগুলোতে বিভিন্ন ভেজাল এমনকি সস্তা অন্য তেল মেশানো হয়। সাধারণত খনিজ তেল মেশানো হয়, যা শরীরের জন্য ক্ষতিকর। তাই দাম দিয়ে অলিভ তেল কিনে খাবার আগে সতর্ক হোন।

দুধ- সকলের কাছে দুধ প্রিয়। শিশুর স্বাস্থ্যকর ক্যালসিয়াম জোগান দেয় এই দুধ। সাধারণত দুধে পানি মেশানো হয়, যে পানি দূষিত হলে আরো মারাত্মক। বর্তমানে পানি ছাড়া শ্বেতসার, কষ্টিক সোডা, চিনি, ইউরিয়া, চুন এবং অ্যামেনিয়াম সালফেট মেশানো হয়। তাই সাবধান সকালের চা আপনাকে অনেক সময় সতেজ না করে আপনাকে অসুস্থ করে শয্যাশয়ী করে ফেলতে পারে। খাদ্যে প্রতিনিয়ত ভেজাল দিলে আমাদের খাবার গ্রহণের ইচ্ছা নষ্ট করে দেয়। এটা চোখ বন্ধ করে থাকলে কোনো সমাধান দেবে না। কিন্তু যখন এ জন্য দুর্ভাগ্য হলে আপনাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়, তখন মতামত পাল্টে যায়। তাই ছোট পরিকল্পনা এবং সঠিকভাবে তা কাজে লাগালে এই খাদ্যে ভেজাল সম্পূর্ণ এড়ানো যায়। প্রত্যেকের স্বাস্থ্য সমান মূল্যবান, তাই খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধ সব সময় অধিকতর ভালো। এ জন্য প্রয়োজন সবার সামাজিক সচেতনতা এবং আইনের সুষ্ঠ প্রয়োগ- যা ভেজাল প্রতিরোধে সহায়ক ভূমিকা রেখে ক্ষতিকর অসুখ-বিসুখ থেকে আমাদেরকে রক্ষা করতে পারে।

ব্যতিক্রম প্রয়াস ঃ বইপড়া প্রতিযোগিতা

বাংলাদেশ স্কাউট লাইব্রেরী বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত বই পড়া প্রতিযোগিতার মূল্যায়ন ২৭ জুন ২০১৪ শুক্রবার সকাল ৯টায় বাংলাদেশ স্কাউটস এর শামস হলে অনুষ্ঠিত হয়। বই পড়া প্রতিযোগিতার মূল শ্লোগান "বই প্রকৃত বন্ধু"। বাংলাদেশ স্কাউটস লাইব্রেরী বিভাগ দ্বিতীয়বারের মত এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এই প্রতিযোগিতার জন্য একটি টাস্কফোর্স ও একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা রয়েছে।

মূল্যায়নে ৫০ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। টাস্কফোর্সের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বই বিতরণ করা হয় এবং সম্ভাব্য মূল্যায়নের তারিখ ২৭ জুন ২০১৪ নির্ধারণ করা হয়।

বই পড়া প্রতিযোগিতার বই বাংলাদেশ স্কাউটস লাইব্রেরী থেকে সরবরাহ করা হয়। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্যাকেট উন্মোচন করেন টাস্কফোর্সের আহবায়ক জনাব হাফিজ জাহান, (সহকারী ইউনিট লিডার ভিকারুন নিসা নুন স্কুল এন্ড কলেজ), বাংলাদেশ স্কাউটস। উপস্থিত ছিলেন জনাব মোহাম্মদ তৌফিক আলী, জাতীয় উপ কমিশনার (প্রকাশনা), ও সম্পাদক অগ্রদূত বাংলাদেশ স্কাউটস। আরো উপস্থিত ছিলেন বই পড়া প্রতিযোগিতার টাস্কফোর্স এর সদস্যরা। বই পড়া প্রতিযোগিতার সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব মতুরাম চৌধুরী, সহকারী পরিচালক (আর্টস এন্ড ডিজাইন) বাংলাদেশ স্কাউটস।

বই পড়া প্রতিযোগিতার সাধারণ নিয়মাবলীঃ

✪ প্রতিযোগিতায় শুধুমাত্র স্কাউটরা (কাব / স্কাউট / রোভার স্কাউট) অংশগ্রহণ করতে পারবে।

✪ এই প্রতিযোগিতা শুধুমাত্র ঢাকা জেলা রোভার ও ঢাকা মেট্রোপলিটন স্কাউটসের আওতাভূক্ত ১০টি কাব, ১০টি স্কাউট ও ১০টি রোভার ইউনিটের মধ্যে পরিচালিত হবে।

✪ আবেদন পত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের (গ্রুপ সভাপতি) ও ইউনিট লিডারের স্বাক্ষর থাকতে হবে।

✪ যে কোন সাপ্তাহিক ছুটির দিনে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং প্রতিযোগিতার এক সপ্তাহ পূর্বে সংশ্লিষ্ট সকল ইউনিট লিডারদের তারিখ, সময় ও ভেন্যু সংক্রান্ত তথ্যাদি জাতীয় সদর দফতর থেকে জানিয়ে দেওয়া হবে।

✪ অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকেই জাতীয় সদর দফতর থেকে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সনদ পাবে।

✪ চূড়ান্ত মূল্যায়ন শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সনদ বিতরণ করা হবে।

✪ লিখিত মূল্যায়ন সময়কাল ২ ঘন্টা।

✪ মূল্যায়ন এর পূর্ণমান ১০০। সৃজনশীল প্রশ্ন ৪০ (৫*৮) এবং কুইজ প্রশ্ন ৬০।

✪ ১ম, ২য়, ৩য় পুরস্কার (তিনটি বিভাগে পৃথকভাবে) প্রদান করা হবে।

প্রতিযোগিতা বাস্তবায়নে টাস্কফোর্সের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীর বয়সসীমাঃ

✪ 'ক' বিভাগ- কাব স্কাউট : ০৬-১০+ বছর।

✪ 'খ' বিভাগ - স্কাউট : ১১-১৬+ বছর।

✪ 'গ' বিভাগ - রোভার স্কাউট : ১৭-২৫ বছর।

-অগ্রদূত ডেস্ক

বইপড়া প্রতিযোগিতায় ট্রাস্কফোর্সের সদস্যবৃন্দ

আত্ম উন্নয়ন ও জাতি গঠনে রোভার স্কাউটিং

মহিউদ্দিন লিটন

আমরা এখন প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে দাঁড়িয়ে আছি। শত প্রতিযোগিতায় ও সফলতার প্রত্যাশায় আমরা। বিশ্বের সব কিছু আজ কম্পিউটারাইজড। ইচ্ছে করলেই মানুষ স্বল্প সময়ে ঘুরে আসতে পারে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। প্রযুক্তিকে মানুষ এতটাই আয়ত্ত করেছে যা মানুষের অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তবুও দুঃখজনক হলেও ধ্রুব সত্য যে আমরা নৈতিকতা বিবর্জিত হচ্ছি প্রতিনিয়ত। মনুষ্যত্ববোধ, মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ তো দূরের কথা বর্তমান যুব সমাজ যেন শৃঙ্খলা ভঙ্গের প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে। আত্ম কলহের বেড়াজালে আজ যুব সমাজের স্বত্তা মন মানসিকতা আটকে রয়েছে। তাইতো আজ যুব জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন আত্মার প্রকৃত বিকাশ সাধন ও উন্নয়ন এবং জাতি গঠনের দায়িত্ব হাতে নিয়ে ভিত্তি মজবুত করা। সময়ের প্রেক্ষাপটে যুব সমাজকে এ অন্ধকার থেকে মুক্তি দিতে পারে রোভারিং তথা রোভার স্কাউট আন্দোলন। এটি একটি শিক্ষা, সেবা ও প্রশিক্ষণমূলক আন্দোলন। এর সাথে সম্পৃক্ত থেকে নিজেকে চেনার মাধ্যমে যুগোপযোগী বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার সুযোগ হয়। তাইতো বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে বিশ্বের শতাধিক দেশের কাব স্কাউট, স্কাউট ও রোভার স্কাউটিং স্কুল, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কাউট দল থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

আত্ম উন্নয়ন কি?

আত্ম বলতে সাধারণত নিজের উন্নয়ন বোঝায় আর উন্নয়ন বলতে আমরা সেই সব পরিবর্তনকে বুঝি যা ধাপে ধাপে উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়। সকল উন্নয়নই পরিবর্তন কিন্তু সকল পরিবর্তনই উন্নয়ন নয়, কেননা আত্মার বা মনের এমন পরিবর্তন ও পরিলক্ষিত হতে পারে বা মনকে উন্নতির জন্য সহায়ক না হয়ে বরং মনকে পিছিয়ে দিতে পারে। তবে শুধুমাত্র ঐসব পরিবর্তনকেই উন্নয়ন বলা যায় যা ধারাবাহিক শৃঙ্খলার পরিবর্তিত হয় এবং যার মাধ্যমে আত্মিক মানসিক ও নৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়। এবার জাতি গঠন নিয়ে আলোচনা। জাতি গঠন বলতে একটি জাতি তথা দেশ, সমাজ বা রাষ্ট্রকে সম্মানজনিত অবস্থানে পৌছে দেয়া। সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি সাধনের মাধ্যমে উন্নতর আত্মনির্ভরশীল জনগোষ্ঠী গড়ে তোলাই জাতি গঠন।

রোভারিং

রোভারিং এমন একটি বিশ্ব ব্যাপী যুব আন্দোলন যার লক্ষ্য হচ্ছে স্ব-স্ব দেশের যুব সমাজকে সৎ, আত্মনির্ভরশীল ও যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। যাতে করে তারা স্থানীয় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীয় ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়। সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্যই চাই দৈহিক ও মানসিক বিকাশ। রোভারিং প্রোগ্রামে শরীর চর্চা থেকে শুরু করে সমস্ত কার্যক্রমের মাঝেই এই বিকাশের ব্যবস্থা করা আছে। এতে জীবনের নানা দিক জানা যায়। চরিত্রগঠন সততা, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি।

এছাড়া অন্যায় ও খারাপ কাজের বিরুদ্ধে অবস্থান দৈহিক ও মানসিক শক্তির উন্মেষ ঘটে। এজন্যই রোভারিং চরিত্র গঠনমূলক আন্দোলন। এই আন্দোলনের মাধ্যমে চরিত্র গঠনের কৌশলটা সহজে আয়ত্ত করা যায়। এটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক সংগঠন। এখানে স্বেচ্ছায় রোভারগণ সেবামূলক কাজ এ অংশগ্রহণ করে থাকে। যেহেতু কোন ধর্মই অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় না। সেহেতু এ আন্দোলনে স্ব-স্ব ধর্ম পালনের নির্দেশ দেয়া হয়ে থাকে। এটি ধর্মনিরপেক্ষ কিন্তু ধর্মহীন নয়। এটি মূলত সমস্ত সম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে। রোভারিং হচ্ছে মুক্তাঙ্গনে সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত ভ্রাতৃত্ব বিশেষ করে পরিভ্রমনকারী রোভাররা ঘরের কোণে বসে থাকতে পারে না। তারা বাইরের প্রবাহমান সমাজ পরিবেশ প্রকৃতির আহব্বানে সাড়া দিয়ে প্রবল আগ্রহে জ্ঞান অর্জন করে থাকে। রোভার স্কাউট এর প্রোগ্রাম পর্যবেক্ষণ করলেই দেখা যাবে স্কাউটিং জীবনের সাথে কতটা সম্পৃক্ত। রোভাররা সহচর থেকে শুরু করে সেবাস্তরে বিভিন্ন পারদর্শিতা ব্যাজ অর্জন করতে হয়। এখান থেকে দেখা যায়, যে নানা রকম প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা অর্জনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা একজন রোভারের জীবন হয় গতিশীল ও সুন্দর।

একজন যুবক তার দৈনন্দিন জীবনে মদ, নারী, জুয়া শঠতা ও নাস্তিকতার যে কোন একটি প্রতিবন্ধকতার সংস্পর্শে পেলে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়া তার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে পড়ে। জীবনের লক্ষ্যে পৌছানো অনেকটা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এরূপ ক্ষেত্রেই প্রায়ই দেখা যায় জীবনের গতিধারা বাধাগ্রস্ত হয়ে অপ্রত্যাশিত দিকে মোড় নেয়। তাই একজন যুবককে এ বাধাসমূহ অতিক্রম করে জীবনের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর উদ্দেশ্যে রোভার স্কাউটিং আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ব্যাডেন পাওয়েলের মুল চিন্তা ধারার উপর ভিত্তি করে রোভার প্রোগ্রাম প্রতিষ্ঠিত। মানুষ সামাজিক জীব বলেই সমাজের উন্নতি বা অবনতিতে মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত। সমাজে যত উন্নত পরিবেশ বিরাজ করবে ততই সমাজে বসবাসকারী মানুষ সুন্দরভাবে বাস করতে পারবে। এর জন্য দরকার সমাজের উন্নয়ন। আর সমাজের পরিবর্তন ও উন্নয়নের সুযোগ এনে দিতে পারে রোভারিং। রোভাররা বাহিরের মুক্ত অঙ্গনে কাজের অভ্যস্ত থাকে। বাইরের জগৎ বাইরের প্রকৃতি, বাইরের বিশাল রহস্যময় এ জ্ঞানপূর্ন পরিবেশ থেকে জ্ঞান অর্জন করে থাকে। যা নিজ জীবনে এর বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে রোভাররা হয়ে উঠে যোগ্য নাগরিক। তাই আমরা প্রত্যাশা করি অধিক সংখ্যক যুব সম্প্রদায় রোভারিং আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নিজেকে জানার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হয়ে গড়ে উঠে এই দেশ তথা জাতির কল্যাণে এগিয়ে আসবে।

লেখকঃ জেলা রোভার স্কাউট লিডার
কুমিল্লা জেলা রোভার

একটি সুখের নীড়

মোঃ শামীমুল ইসলাম

পৃথিবীতে নিরাপদে বসবাস করতে পারা মানুষের নিত্য চাহিদার মধ্যে অন্যতম। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ চায় সদা সর্বত্র নিরাপদ অবস্থান। সৌর জগতে গ্রহ, নক্ষত্র ও অন্যান্য যা কিছু আছে সবগুলো মানুষের মত নিজ নিজ অবস্থানে নিরাপদে থাকতে পছন্দ করে। এগুলোর মধ্যে যদি কোনটায় ব্যত্যয় ঘটে যায় তখন শুরু হয় নানা রকম দুর্যোগ। এ সকল দুর্যোগের মধ্যে রয়েছে খরা, বন্যা জলোচ্ছাস সুনামী ভূমিকম্প, ভূমিধ্বংস, মরুকরণ, নদী ভাঙ্গন প্রভৃতি। আর এ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় মানুষের জানা থাকলেও মানার প্রবনতা অনেক সময় লক্ষ্য করা যায় না। ধারনা করা হয় পৃথিবীকে অনবরত আঘাত করার ফলে প্রকৃতির মধ্যে ভারসাম্যতা ক্রমে ক্রমে বেসামাল হয়ে উঠেছে। সে জন্য নানান রকম বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। এগুলোর মধ্যে কোন কোন কোনটি প্রত্যক্ষভাবে মানুষের সৃষ্টি আবার কোনটি প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি যার পিছনে মানুষের ভূমিকা রয়েছে।

মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের কথা ভেবে সারা পৃথিবী জুড়ে বিশেষ করে বাংলাদেশে চলছে অবাধে বৃক্ষ নিধন, নদী ও জলাশয় ভরাট, পলিথিনের যথেষ্ট ব্যবহার, পাহাড় কাটা, অপরিকল্পিত নগরায়ন, শব্দ দূষন, বায়ু দূষন ইত্যাদি। আর এ সকল কারণে প্রতিনিয়ত ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তন ঘটছে। এ জন্য বিশ্বের বিভিন্ন ভৌগোলিক এলাকা দুর্যোগপূর্ন হয়ে উঠছে, পৃথিবী হয়ে উঠছে অশান্ত। পৃথিবীর দুর্যোগপূর্ণ এলাকাগুলো মধ্যে বাংলাদেশ সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ। জলবায়ুর এই পরিবর্তনের ফলে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত, বন্যা, শুষ্ক মৌসুমে অনাবৃষ্টি ও অত্যাধিক খরা, টর্নেডো-শীত মৌসুমে অতিরিক্ত শীত, হঠাৎ শৈত্য প্রবাহ, কুয়াশা শিলাবৃষ্টি ভূমিধ্বস ও উপকূল অঞ্চলে লবনাক্ততা বৃদ্ধি পারে। পাশাপাশি ইঞ্জিনের কালো ধোয়া, কলকারখানার বিকট শব্দে সৃষ্টি হচ্ছে নানাবিধ সমস্যা। সমস্যাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মারত্মক হচ্ছে গ্রিন হাউজ

প্রতিক্রিয়া। গিন হাউজ মূলত কতকগুলো বিষাক্ত গ্যাসের সমন্বয়ে গঠিত একটি তাপ বৃদ্ধি কারক আচ্ছাদন।

পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি রোধ করে পৃথিবীকে নিরাপদ বসবাস উপযোগী করে গড়ে তোলার সুযোগ রয়েছে যথেষ্ঠ। নিজে ভাল থাকার মধ্য দিয়ে ছোট ছোট কাজের মাধ্যমে পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি রোধ করা যায়। অধিক হারে বৃক্ষ রোপন করে সবুজায়নের মাধ্যমে অক্সিজেন বৃদ্ধি করা যায়। বন উড়াজ থেকে বিরত থাকা, যত্র তত্র পলিথিন ব্যবহার থেকে বিরত থাকা, পরিকল্পিতভাবে সুন্দর নগর গড়ে তোলা, পৃথিবীর ফুসফুস হিসেবে পরিচিত সুমুদ্রে তেজক্রিয় বর্জ্য নিক্ষেপ বন্দ করা, পাহাড় কাটা সম্পূর্নভাবে বন্দ করা, জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা এবং জনসংখ্যার বিস্ফোরণ রোধ করা আজ অতি জরুরী হয়ে পড়েছে।

স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা রবার্ট স্টিফেনশন স্মীথ বেডেন পাওয়েল অব গিলওয়েল বলেছেন "পৃথিবীকে যেমন পেয়েছো তার চেয়ে সুন্দর করে রেখে যেতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবো। বি পি র এই অমরবানী পৃথিবীর সজিবতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখতে পারে। আপন মহিমায় উদ্ভাসিত হতে পারে আমাদের প্রিয় আবাসভূমি। আসুন আমরা সবাই পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য নিজের মানবিক গুনাবলীগুলোকে বিকশিত করে পরিবেশ দূষন বৃক্ষ নিধন, পাহাড় কাটা, নদী জলাশয় দখল অপরিকল্পিত বাড়ী ঘর দালান কোঠা নির্মাণ, বন্য প্রাণি ধ্বংস, বায়ু দূষণ, শব্দ দুষণ, প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস থেকে নিজেকে বিরত থাকার পাশাপাশি অন্যকেও বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করি। তবেই আমাদের পৃথিবী হবে বসবাসযোগ্য নিরাপদ একটি সুখের নীড়।

লেখক ঃ উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ স্কাউটস

নবরূপে মুজিবনগর

তৌহিদুন নাছের

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম লাভ করে এবং ১০ এপ্রিল মুজিবনগর থেকে জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সরকার গঠন করা হয়। এ স্থানটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ এর নামকরণ করেন মুজিব নগর। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দিন আহম্মদকে প্রধানমন্ত্রী করা হয়। রাষ্ট্রপতি পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী থাকার কারণে উপরাষ্ট্রপতিকে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের এখতিয়ার দেয়া হয়। ১৭ এপ্রিল মেহেরপুর জেলার সীমান্তবর্তী বৈদ্যনাথতলার (বর্তমান মুজিব নগর) আম্রকাননে অনাড়ম্বর এক অনুষ্ঠানে গণপরিষদের সদস্য এম ইউসুফ আলী আনুষ্ঠানিকভাবে দেশের প্রথম সরকারের শপথ গ্রহণ করান এবং স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। এ ঘোষনার মাধ্যমে নব গঠিত আইন পরিষদ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এ ঘোষণা প্রবাসী মুজিবনগর সরকার পরিচালনার অন্তবর্তীকালীন সংবিধান হিসেবে কার্যকর হয়। এমনকি ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের নতুন সংবিধানব প্রণীত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ ঘোষণা দেশের সংবিধান হিসেবে কার্যকর থাকে।

বর্তমান অবস্থা

মুজিবনগরের ঐতিহাসিক গুরুত্বকে মানুষের কাছে পরিচয় করিয়ে দিতে ১৯৯৮ সালে একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। প্রকল্পের আওতায় নির্মান করা হয় নানা অবকাঠামো। তৈরী করা হয় মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বাংলাদেশের স্মৃতি মানচিত্র ও জাদুঘর। ১৩ একর প্রকল্প এলাকায় তৈরি করা হয় বেশ কিছু বহুতল আধুনিক ভবন। এর মধ্যে রয়েছে পর্যটন মোটেল ও শপিং মল শিশুপল্লী, ডাকঘর ও টেলিফোন কার্যালয়, অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও হেলিপ্যাড এবং ছয়দফা ভিত্তিক গোলাপ বাগান।

মানচিত্রে যা আছে

মানচিত্রে ভাস্কর্যের মাধ্যমে যা রয়েছে তা মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বাংলাদেশের স্মৃতি মানচিত্রে মুক্তিযুদ্ধের ১১টি সেক্টরের চিত্র, যুদ্ধের সময় বেনাপোল বনগাঁও বিরল নেত্রকোনাসহ দেশের বিভিন্ন সীমান্ত দিরে ভারতের উদ্দেশ্য শরণার্থীর স্রোতের দৃশ্য। আ.স.ম আবদুর রবের পতাকা উত্তোলন। শাজাহান সিরাজের ইশতেহার পাঠের দৃশ্য, দেশের বিভিন্ন জায়গায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মুখযুদ্ধের চিত্র, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার ধ্বংস হার্ডিঞ্জ ব্রিজ ধ্বংস চালনা ও চট্টগ্রাম বন্দর ধ্বংসের দৃশ্য, পাহাড়তলী ও রাজশাহীতে হত্যাযজ্ঞ রাজারবাগ পুলিশ লাইন ও প্রেস ক্লাবে হামলা সচিবালয়ে আক্রমন পিলখানায় আক্রমনের চিত্র, রায়ের বাজার বধ্যভূমি সহ মুক্তিযুদ্ধকালীন নানান চিত্র।

জাদুঘরে যা আছে

জাদুঘরে উল্লেখ্যযোগ্য কিছু হলো স্বাধীনতা যুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী ব্যক্তিত্বদের সাহসী নেতৃত্ব ও ভূমিকার দৃশ্য সম্বলিত ম্যুরাল, তৎকালীন সেনা প্রধান, উপ প্রধান, বীর উত্তম, জাতীয় চারনেতা, তারামন বিবি ও সেতারা বেগমের ম্যুরাল ব্রোঞ্জের তৈরি ২৯ টি আবক্ষ মূর্তি, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ৩০ জন নেতারদের চিত্র।

মানচিত্র ও জাদুঘরের বাইরে যা রয়েছে

এ অংশে উল্লেখ্যযোগ্য কিছু হলো বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ, ২৫ মার্চের কালরাত্রির হত্যাযজ্ঞ, নারী নির্যাতন, মুক্তিযোদ্ধাদের বাড়ীতে অগ্নি সংযোগ, একাত্তরের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে দেশের প্রথম সরকারের শপথ ও সালাম গ্রহণ, দেশের প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামসহ মন্ত্রিসভায় সদস্যদের গার্ড অনার প্রদান, সিলেটের তেলিপাড়ায় ১১ সেক্টর কমান্ডারের গোপন বৈঠক, মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডারেদের সেক্টর বন্টনসভা, পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসর্মপনের দৃশ্য।

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অসংখ্য ভাস্কর্যে নতুনরূপে সেজেছে ঐতিহাসিক মুজিবনগর। যা দেখে নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অনুপ্রাণিত হবে এবং জানবে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস।

সংগ্রাহক ঃ সহ-সম্পাদক, অগ্রদূত।

স্বর্ণ তৃষা

ড. আরেফিনা বেগম

কবে থেকে মানুষ সোনাকে ধাতু এবং সোনা হিসেবে চিনতে শিখেছে তা জানা যায় না। তবে বিশ্ময়কর ও মূলবান এই আবিষ্কারের প্রয়োগ বহুবিধ। বর্তমান মিশরের তুরিন জাদুঘরে সংরক্ষিত বিশ্বের প্রথম ম্যাপটি স্বর্ণ সমৃদ্ধ অঞ্চলের। অনুমান করা হয় যিশুখৃষ্টের জন্মের ১১০০ বৎসর পূর্বে এটি তৈরী করা হয়। প্রাকৃতিক স্বর্ণ মুক্ত অবস্থায় থাকে। নদী বা জলাশয়ে তীরে সঞ্চিত স্বর্ণের প্রাপ্তি প্রথমে সাধারণ একটি পাথরের মত ও ক্রমশ এর উজ্জল রং এবং নমনীয় প্রকৃতি বিভিন্ন কাজে সহায়ক হয়েছে । ব্যবহারের প্রথম পর্যায় থেকে স্বর্ণ সর্বোত্তম ।

গ্রিস পুরানো রাজা মিডাসের কাহিনীটি অনেকেরই জানা , রাজা মিডাসের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে দেবতা তাকে ইচ্ছে পূরণের সুযোগ দেন। ইচ্ছে অনুযায়ী রাজা মিডাস যা স্পর্শ করবেন তাই সোনা হয়ে যাবে। উৎফুল্ল রাজা তার এই প্রাপ্তিতে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন । স্বর্ণ সন্ধান জ্যাক লন্ডন আলাস্কায় এসেছিলেন স্বর্ণের সন্ধানে। স্বর্ণ পেতে ব্যর্থ হলেও তিনি গল্প লিখে সমৃদ্ধ করেছেন ইংরেজি সাহিত্যকে।

স্বর্ণ একটি ধাতু হলে ও প্রাচীনকাল থেকেই নিয়ন্ত্রণ করেছে অর্থনীতি,

বানিজ্য, ধর্ম, আবেগ। সামাজিক নানা আয়োজনে ও স্বর্ণের ব্যবহার প্রচলিত আছে। চিকিৎসা, প্রযুক্তিসহ নানা কাজে স্বর্ণের ব্যপক ব্যবহার রয়েছে।

অনুমান করা হয় স্বর্ণ উৎপাদন শুরু হয়েছিল আজ থেকে প্রায় ৬০০০ বৎসর আগে। মার্কিন, যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকায় স্বর্ণ সন্ধানীদের আকুল আকাঙ্খাই স্বর্ণ তৃষা। ক্যালিফোর্নিয়া ছিল স্বর্ণ সন্ধানীদের স্বপ্নের শহর। কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা ও স্বর্ণ সন্ধানীদের বিচরণ ক্ষেত্র । বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রতিকূল পরিবেশ, প্রতিপক্ষের তীক্ষ্ম দৃষ্টি প্রভৃতি মোকাবেলা করতে হতো একজন স্বর্ণ সন্ধানীকে।

বর্তমান সময়ে একজন স্বর্ণ সন্ধানী ভূতত্ত্ব, ভূ-রসায়ন, ভূ-পর্দাথ বিদ্যায় আধুনিক তত্ত্ব ও তথ্য সাপেক্ষে স্বর্ণের সন্ধানে নিয়োজিত হন।

স্বর্ণ সন্ধানীদের কাছে স্বর্ণ অত্যন্ত আকর্ষণীয়। এর জন্য তারা বিশ্বব্যাপী ঘুরেছেন। স্বর্ণ আহরণের ইতিহাস যত করুন হোক না কেন স্বর্ণ ব্যবহার হয়েছে জনস্বার্থে। প্রাচীনকালে চীনারা চিকিৎসা কাজে সোনাকে ব্যবহার করেছেন। প্রাচীন সংস্কৃত দলিলে ভারতবর্ষে চিকিৎসা ক্ষেত্রে সোনার উল্লেখ আছে । মধ্যযুগেও চিকিৎসা ক্ষেত্রে সোনার গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান ছিল। আধুনিক চিকিৎসায় স্বর্ণের প্রচলন রয়েছে। সাধারণত জ্বর, জন্ডিস গেটে বাত নিরাময়ে সোনার ব্যবহারে করা হয়। এই চিকিৎসা ব্যবস্থা চামড়া সংবেদনশীলতা মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পায়। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও স্বর্ণ সম্পৃক্ত ঔষধ বাত নিরাময়ে কার্যকর, অর্থনীতি, অলংকার, চিকিৎসা ক্ষেত্রে স্বর্ণের ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বর্ণ সন্ধানীদের উন্মাদনা, অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি ভঙ্গী সোনাকে রহস্যময় করেছে। সোনা অত্যন্ত মূলবান ধাতু তার নিজ গুণেই। স্বর্ণ পিপাসুদের জন্য সোনা স্বপ্নময়।

মহাবিশ্ব ও ব্যবস্থাপনা

ড. শেখ মোঃ রেজাউল করিম

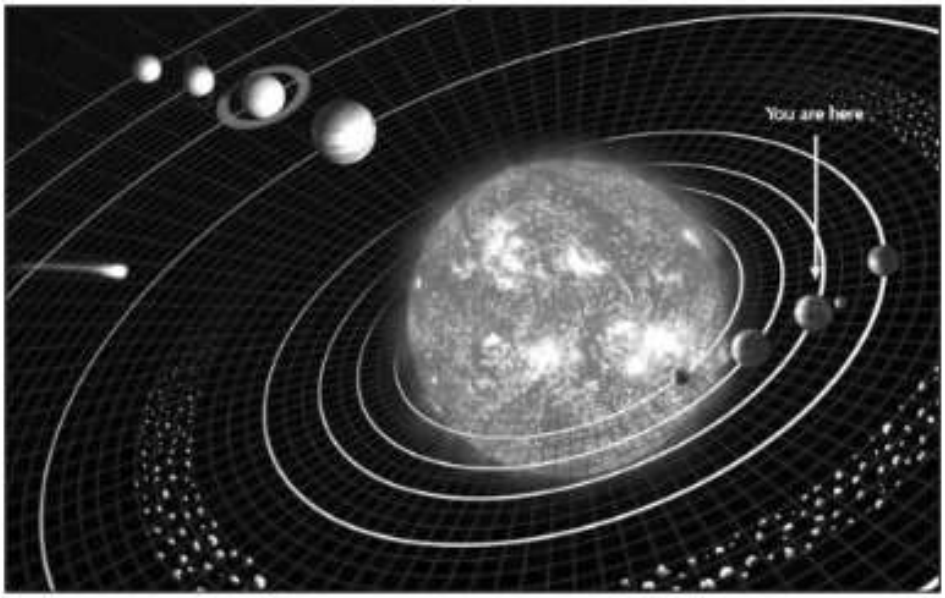

মহাবিশ্ব বা universe অসীমতা মানুষের কল্পনার সীমাকেও ছাড়িয়ে গেছে। আর এই মহাবিশ্বের জ্যোতিষ্ক মন্ডলীর প্রতিটি বস্তু সুনির্দিষ্ট নিয়মের ভিত্তিতে সক্রিয় রয়েছে। এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত বিভিন্ন ধরণের জ্যোতিষ্ক হচ্ছে নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্রমন্ডলী, গ্যালাক্সি, নীহারিকা, ছায়াপথ, উল্কা ও ধুমকেতু। জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর প্রতিটি ইউনিট স্ব স্ব পরিমন্ডলে কার্যকর রয়েছে। সৌরজগত (solar system) অন্যতম একটি ইউনিট এবং এর ৮টি গ্রহ সূর্যের চারিদিকে এবং সংশ্লিষ্ট গ্রহের উপগ্রহ ঐ গ্রহের চারিদিকে নির্দিষ্ট সময়ের ভিত্তিতে অবিরত কক্ষপথে (orbit) প্রদক্ষিণ করছে, যেমন- পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ৩৬৫ দিন ৫ ঘন্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ডে এবং উপগ্রহ চাঁদ ২৯ দিনে পৃথিবীকে প্রতিনিয়ত একবার করে প্রদক্ষিণ করছে। সূর্যও নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুকে কেন্দ্র করে ২৫ বছরে একবার প্রদক্ষিণ করছে। পবিত্র কোরআনের ৫৫ নং সুরা আর রহমান এর ৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে- 'সূর্য ও চন্দ্র হিসাবমত চলে'। বিজ্ঞানীদের মতে মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুই গতিশীল ও সুশৃঙ্খল। প্রকৃতির এই সুশৃঙ্খল নিয়মের কোনো ব্যত্যয় ঘটছে না, যদি

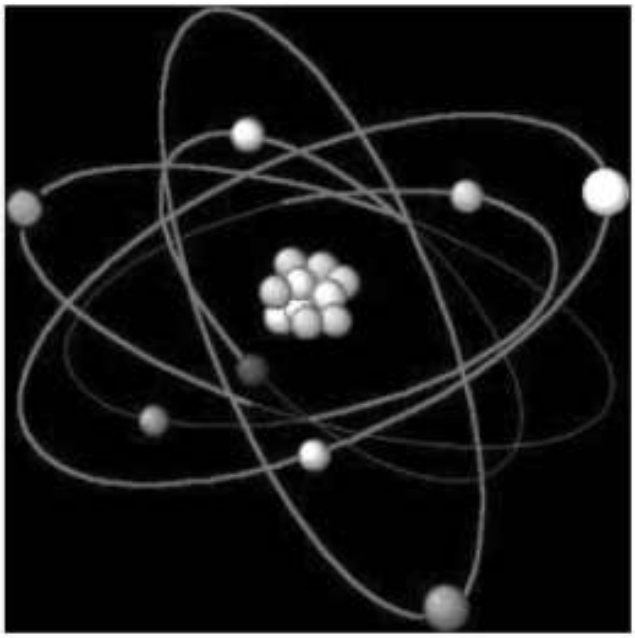

কোনো কারণে প্রকৃতির বিপরীত শক্তি ক্রিয়াশীল হয় তখন ধ্বংস অনিবার্য। আমরা হয়তো ভাবি এগুলো কীভাবে ঘটছে। মহাবিশ্বের এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থা ও ব্যবস্থাপনা আমাদের মুগ্ধ করে। সুতরাং প্রকৃতি মানুষের অন্যতম শিক্ষক। তাই কবি বলেছেন- 'বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর সবার আমি ছাত্র'।

মহাবিশ্বের প্রতিটি ইউনিট যেভাবে কাজ করছে, তেমনি প্রতিটি মানুষ তাঁর পরিবার, সমাজ, নিজ নিজ ধর্ম ও রাষ্ট্রের সংবিধান প্রতিষ্ঠিত নিয়মকানুন মেনে কাজ করবে এটাই প্রত্যাশিত। প্রত্যেক শ্রেণি পেশার মানুষ তাঁর উপর রাষ্ট্র কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব হচ্ছে স্ব স্ব কক্ষপথে থেকে দায়িত্ব পালন করা। সৌরজগতের কোনো গ্রহ যেমন অন্যের কক্ষপথে প্রবেশ করে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে না, তেমনি প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠিত ইউনিটগুলো অন্যের কাজে হস্তক্ষেপ করবে না। তাই প্রকৃতির ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (system approach) অনুসারে রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি নাগরিক নিজ নিজ ক্ষেত্রে মননে-মগজে তা লালন ও পালন করলে সভ্য মানবসমাজ গড়ে উঠবে।

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব (আশরাফুল মাখ্লুকাত), কারণ সৃষ্টিকর্তা তাকে বিবেক ও বুদ্ধি দিয়েছেন। তাই তাকে ইতিবাচক বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে পৃথিবীতে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। জেনে শুনে ধর্মকে অধর্মের হাতিয়ার, শক্তির দাম্ভিকতা প্রদর্শন, সাম্প্রদায়িকতা এবং তথাকথিত উগ্র জাতীয়তাবাদ প্রয়োগ করে জাতিসত্তা বিনাশের কৌশল অবলম্বন করা থেকে বিরত থাকা। প্রকৃতির সরল ব্যবস্থাপনার নিয়ম মেনে চললে পৃথিবীতে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, পারস্পারিক বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও শান্তি বজায় থাকবে। এটাই বিশ্ববাসীর প্রার্থনা।

লেখক ঃ সহযোগী অধ্যাপক
সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা।

সোনা মসজিদ : গৌড় নগরীর নিদর্শন

রাশেদুল ইসলাম তুষার

বাংলার প্রাচীন রাজধানী ঐতিহাসিক গৌড় নগরী। বহু ভাঙ্গা গড়া ও উত্থান-পতনের বিশাল ঐতিহাসিক পাদপীঠ এ গৌড় নগরী। তারই এক অপূর্ব স্থাপত্যকলার প্রাচীন নিদর্শন চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলাধীন শাহবাজপুর ইউনিয়নের ফিরোজপুর মৌজায় অবস্থিত সোনা মসজিদ। চাঁপাইনবাবগঞ্জ হতে গৌড়ের কোতয়ালী দরজা আসতে মহাসড়কের ডানদিকে সহজেই চোখে পড়বে দৃষ্টি নন্দন বিস্ময় রস সমৃদ্ধ অমর এই পুরাকীর্তি। একটি বিশাল দিঘির দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্ত জুড়ে এর অবস্থান। একে সুলতানী আমলের স্থাপত্য রত্ন বলে আখ্যায়িত করা হয়। এ মসজিদের বড় বিশেষত্ব হল মসজিদের দেয়াল (ভিতরে ও বাইরে) গ্রানাইট পাথরে আচ্ছাদিত। তাতে নানা প্রকার ফুল লতাপাতা এবং ঘন্টার মোটিফ অনুসরণে বিভিন্ন ধরণের ঝুলন্ত রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। মসজিদের দৈর্ঘ্য বাইরের দিকে উত্তর-দক্ষিণে ৮২ ফুট এবং পূর্ব-পশ্চিমে সাড়ে ৫২ ফুট। উচ্চতা ২০ ফুট। অভ্যন্তরীণ ভাগের পরিমাণ প্রায় সোয়া ৭০ ফুট এবং সোয়া ৪০ ফুট। এ হতে সহজেই দেয়ালের প্রশস্ততা আচ করা যায়। মসজিদের গায়ে আচ্ছাদনকৃত পাথর খন্ডের টেরা কোটা সবগুলো একই বিষয়বস্তু খোদাইকৃত অলংকরণ রয়েছে। খোদাইকৃত অলংকরণ গুলো ই মসজিদের গৌরব। মসজিদের পূর্ব দিকের দেয়ালে পাচটি খাজ খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ রয়েছে। উত্তর-দক্ষিণে একই পদ্ধতির আরো ৩টি গম্বুজ সারি আছে। প্রতি সারিতে ৫টি করে গম্বুজ শোভা পাচ্ছে। প্রতি সারিতে উত্তর দক্ষিণে ২টি করে মোট ও সারিতে ১২টি অর্ধ গোলাকার গম্বুজ রয়েছে। মাঝের ৩টি গম্বুজ অপেক্ষাকৃত বড় এবং বাংলা চৌচালা ঘরের সাদৃশ্য পল্লীর কাঁচা ঘরে বাঁশ খড়ের ছাউনীর অনুরূপ এক অদ্ভুদ শৈল্পিক নিদর্শন এ গম্বুজ এয় সত্যই দৃষ্টি নন্দন। এতে নির্মাতা শিল্পী তার অপূর্ব শিল্প রস ও কৌশল ঢেলে অপরূপভাবে প্রস্ফূটিত করেছেন। মসজিদের পূর্ব দেয়ালের প্রবেশ পথ বরাবর অভ্যন্তর ভাগে পশ্চিম দেয়ালে ৫টি অর্ধ-বৃত্তাকার মিহরাব রয়েছে মিহরাব গুলি ছিল পাথরের বিচিত্র নকশা ফুল লতাপাতা অংকিত। যার অধিকাংশ এখন পাথরবিহীন এবং মূল ইটের দেয়াল আছে। যার উত্তরে দ্বিতল রাজকীয় গ্যালারী আছে। একে অনেকে মহিলাদের গ্যালারী বলে থাকে। যা এখন ধ্বংসম্মুখ। মসজিদের বাইরের দিকে চার কোনে ৪টি বহুভূজাকৃতির বুরুজের সাহায্যে কোনগুলিকে মজবুত আবয়ব সৃষ্টি করেছে। ছাদের কার্নিসগুলি সামান্য ধনুকের মত বাকনো। মসজিদ অভ্যন্তরে গম্বুজ ও খিলানগুলি চুন সুরকির কাদার সাহায্যে আচ্ছাদিত। খিলানের স্প্যান্ড্রিল ও ফ্রেমের উপরের স্থানগুলি আকর্ষণীয় অলংকরণ দিয়ে ভিন্ন ভিন্নভাবে খোদাই করা গোলাপ ফুলের নক্সা দিয়ে ভরাট করা হয়েছে। মসজিদের প্রধান প্রবেশদ্বার বরাবর পূর্ব-আঙ্গিনার দেয়াল এ সীমানা প্রাচীরের মধ্যস্থলে যে প্রধান ফটক আছে তা অতীতে পাথর আবৃত ও গোলাপসহ নানা নক্সার কারুকাজ ছিল বলে জানা যায়।

প্রধান ফটক সংলগ্ন দুটি কবর রয়েছে। যার একটিতে চির শান্তির নিদ্রায় শায়িত আছেন বাংলাদেশের গর্বিত সুর্য সন্তান বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর।

মসজিদের গম্বুজগুলো স্বর্ণমন্ডিত ছিল। এর উপরাংশে এত বেশী অলংকরণ বা গিল্টি করা হয়েছিল যে সূর্য বা চাদের আলোয় স্মিত স্থাপনাটিকে সম্পূর্নরুপে স্বর্ণ নির্মিত মনে হতো। সব কিছু মিলে সোনা মসজিদ আজো স্ব-মহিমায় উদ্ভাসিত প্রাচীন বাংলার গৌরবের এক উজ্জল নিদর্শন।

লেখক : সহ-সম্পাদক, অগ্রদূত
তথ্যসূত্র: গৌড় বঙ্গ ও চাঁপাইনবাব গঞ্জের প্রাচীন নিদর্শন।

কম্পিউটারের টুকিটাকি

-মোঃ হামজার রহমান শামীম

কম্পিউটার

কম্পিউটার আধুনিক যুগের খুবই প্রয়োজনীয় উপকরণ। কম্পিউটার সম্পর্কে ধারনা রাখা খুব জরুরী। আগামী সংখ্যা থেকে আপনাদের কম্পিউটার সম্পর্কিত কোন সমস্যার সমাধান ও প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে এ বিভাগে লিখা হবে। তার আগে আপনারা আপনাদের সমস্যা সম্পর্কে ই-মেইল বা পত্র দিয়ে আমাদের জানাবেন।

কম্পিউটার মূলত: হার্ডওয়ার ও সফ্টওয়ারের সমন্বয়ে তৈরী। হার্ডওয়ার বলতে সাধারণ ভাষায় যা বুঝায় যা স্পর্শ করা যায়। যেমন: মনিটর, সিস্টেম ইউনিট, কি বোর্ড, মাউস ইত্যাদি। সফ্টওয়ার বলতে সাধারণ ভাষায় যা বুঝায় তা হলো কম্পিউটার পরিচালনায় যে প্রোগ্রাম ব্যবহার হয়। যেমন: উনডোজ এক্সপি, মাইক্রোসফ্ট অফিস প্যাকেজ ইত্যাদি।

আজকে আমরা কম্পিউটার অন-অফ কিভাবে করতে হয় এবং মাইক্রোসফ্ট অফিস প্যাকেজ কিভাবে খুলতে হয় তা শিখবো।

কম্পিউটার চালু করার জন্য যে সকল বিষয় খেয়াল রাখা প্রয়োজন সেগুলো হলো:

১। বিদ্যুৎ সরবরাহ

২। পাস ওয়ার্ড মনে রাখা (যদি থাকে)

বিদ্যুৎ সরবরাহের বিষয়ে যা দেখতে হবে তা হলো:

⇒সিস্টেম ইউনিট বিদ্যুৎ পেয়েছে কি না?

⇒মনিটর বিদ্যুৎ পেয়েছে কি না?

⇒কি বোর্ড বিদ্যুৎ পেয়েছে কি না?

⇒মাউস বিদ্যুৎ পেয়েছে কি না?

উল্লেখিত চারটি জিনিসে বিদ্যুৎ সরবরাহ ঠিক থাকলে সিস্টেম ইউনিটের পাওয়ার বাটনে চাপ দিলে কয়েক মিনিটের মধ্যে কম্পিউটার চালু হয়ে যাবে। কম্পিউটার চালু হলে প্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম ব্যবহার করে আমরা আমাদের কাজ করতে পারি।

কম্পিউটার কিভাবে বন্ধ করতে হয় তা জেনে নিই। কম্পিউটার কখনোই পাওয়ার বাটনে চাপ দিয়ে সরাসরি বন্ধ করবেন না। এতে সিস্টেমের উপর অনেক চাপ পড়ে যায়। সবসময় স্টার্ট বাটন থেকে লগঅফ করে কম্পিউটার বন্ধ করবেন। সাধারণত অনেকভাবে মাইক্রোসফ্ট অফিস প্যাকেজ ওপেন করা যায়। আমি আমার কাছে যেটা সহজ মনে হয় সেটা নিয়ে আলোচনা করবো:

প্রথমে মাউসের কার্সর খালি জায়গায় নিয়ে রাইট বাটন ক্লিক করলে একটি বক্স পাওয়া যাবে। বক্সে অনেক অপসনের মধ্যে নিউ এ কার্সর রাখলে মাইক্রোসফ্ট অফিস প্যাকেজ এর অপসনগুলো পাওয়া যাবে। সেখান থেকে যেটিতে কাজ করবেন সেটির উপর কার্সর রেখে ক্লিক করলে ওপেন হয়ে যাবে। এছাড়া স্টার্ট বাটন থেকে অল প্রোগ্রামে যেয়েও মাইক্রোসফ্ট অফিস প্যাকেজ ওপেন করা যায়।

আজকে ১টি প্রশ্ন এসেছে তা হলো কম্পিউটার চালু করার সময় শো শো শব্দ হয়। প্রশ্নটি করেছেন অগ্রদূত পত্রিকার কম্পিউটার অপারেটর জনাব মাসুদ।

কম্পিউটার চালু করার সময় শো শো শব্দ হয় ২ টি কারনে।

১। সিস্টেম ইউনিটের ভিতরের র‍্যাম লুজ হয়ে গেলে

২। সিস্টেম ইউনিটের ভিতরের ফ্যান লুজ হয়ে গেলে

সিস্টেম ইউনিট খুলে র‍্যামটি পরিষ্কার করে আবার লাগিয়ে দিতে হবে। অন্যথায় ফ্যানটি নাড়াচাড়া দিয়ে ঠিকমত বসিয়ে দিলেই ঠিক হয়ে যাবে। আগামীতে আরো নতুন নতুন সমস্যা নিয়ে আপনাদের সাথে দেখা হবে।

লেখকঃ বিএসসি ইন কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং
সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস

সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশ

দেশ

০৩ জুন ২০১৪
দশম জাতীয় সংসদের প্রথম বাজেট অধিবেশন শুরু।

০৫ জুন ২০১৪
বাংলাদেশ ও রাশিয়ার মধ্যে স্বাক্ষরিত রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ-সংক্রান্ত সহযোগিতা চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন ও রাশিয়ার এটমস্ট্রয় এক্সপোর্টের মধ্যে ১৯ কোটি মার্কিন ডলার মূল্যের তৃতীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত।

০৯ জুন ২০১৪
বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে দুটি চুক্তি, একটি সমঝোতা স্মারক এবং দুটি ক্ষেত্রে বিনিময়পত্র স্বাক্ষরিত।

১০ জুন ২০১৪
তিনদিনব্যাপী বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের সীমান্ত সম্মেলন মিয়ানমারের রাজধানী নেইপিদোতে শুরু।

১১ জুন ২০১৪
বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন্স নেটওয়ার্কের (BPWN) দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত।

১৩ জুন ২০১৪
পবিত্র শবে বরাত পালিত।

১৬ জুন ২০১৪
তিনদিনের সফরে ঢাকা আসেন কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী হুন সেন।

১৭ জুন ২০১৪
বাংলাদেশ ও কম্বোডিয়ার মধ্যে ৩টি চুক্তি ও একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত।

১৯ জুন ২০১৪
কম্বোডিয়ার প্রধান মন্ত্রী হুন সেন তিনদিনের সরকারি সফর শেষে স্বদেশের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন।

২১ জুন ২০১৪
নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে দেশের ২৬তম গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কারের ঘোষণা ও পরীক্ষামূলক উদ্বোধন।

২৩ জুন ২০১৪
বাংলাদেশে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ওয়েবপোর্টাল উদ্বোধন।

২৫ জুন ২০১৪
ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও ক্ষমতাসীন বিজেপি'র অন্যতম শীর্ষনেতা সুষমা স্বরাজ ঢাকা আসেন।

২৭ জুন ২০১৪
তিনদিনের বাংলাদেশের সফর শেষে ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের দেশে প্রত্যাবর্তন।

২৯ জুন ২০১৪
জাতীয় সংসদে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেট পাস।

বিদেশ

০১ জুন ২০১৪
সাবেক গেরিলা নেতা সালভাদর সানচেজ সেরেন এল সালভাদরের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

০২ জুন ২০১৪
৪০ বছরের দায়িত্ব পালন শেষে স্পেনের রাজা হুয়ান কার্লোস সিংহাসন ছেড়ে দেয়ার ঘোষণা দেন।

০৪ জুন ২০১৪
ভারতের ষোড়শ লোকসভার প্রথম অধিবেশন শুরু।

০৭ জুন ২০১৪
পেত্রো পোরোশেঙ্কো ইউক্রেনের নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

১২ জুন ২০১৪
২০তম বিশ্বকাপ ফুটবলের বর্ণাঢ্য উদ্বোধন। স্বাগতিক ব্রাজিল ও ক্রোয়েশিয়ার ম্যাচ দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু এবং ৩-১ গোলে ব্রাজিলের জয়।

১৮ জুন ২০১৪
স্পেনের রাজা কার্লোস উত্তরাধিকারী ছেলে ফেলিপ দে বর্বোনের কাছে দায়িত্ব দিয়ে সরে দাঁড়ানোর আইনে স্বাক্ষর করেন।

ই- সেবায় বাংলাদেশের ITU স্বীকৃতি লাভ

তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের জীবনমান পরিবর্তনের স্বীকৃতি হিসেবে প্রথমবারের মতো ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি পুরস্কার (WSIS) ২০১৪ লাভ করে একসেস টু ইনফরমেশন (A2I) প্রকল্প। ১০ জুন ২০১৪ জেনেভায় ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিশন ইউনিয়নের (আইটিইউ) সদর দপ্তরে এ পুরস্কার গ্রহণ করেন তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী। 'জনগণের দোরগোড়ায় সেবা' ক্যাটাগরিতে এ পুরস্কার দেওয়া হয়। তথ্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প ২০১২১' বাস্তবায়ন এবং ৫ বছরের মধ্যে মানুষের জীবনমানে ইতিবাচক পরিবর্তনের স্বীকৃতি স্বরূপ এ পুরস্কার দেয়া হয়। WSIS পুরস্কার তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে উদ্যোগ ও বাস্তবায়নের বড় ধরনের স্বীকৃতি হিসেবে বিবেচিত হয়।

তৌফিকা তাহসিন
রেড এন্ড গ্রীণ ওপেন স্কাউটস গ্রুপ, ঢাকা।

বিশ্বকাপ ফুটবল টুকিটাকি

পরিসংখ্যানে বিশ্বকাপ

প্রতিযোগিতা : ১৯টি, স্বাগতিক দেশ : ১৬টি, অংশগ্রহনকারী দেশ: ৭৬টি, চ্যাম্পিয়ন দেশ : ৮টি মোট ম্যাচ : ৭৭২টি, মোট গোল: ২২০৮টি, সর্বাধিক গোলদাতা: রোনালদো (ব্রাজিল), ১৫টি ।

দলীয় রেকর্ড সর্বাধিক

সর্বাধিক অংশগ্রহণকারী : ব্রাজিল: ১৯ বার, সর্বাধিকবার চ্যাম্পিয়ন: ব্রাজিল ৫ বার, সর্বাধিক রানার্স আপ: জার্মানি, ৪ বার , সর্বাধিক বার ফাইনালে অংশগ্রহণকারী: ব্রাজিল ও জার্মানী; ৭ বার, সর্বাধিক ম্যাচে খেলেছে জার্মানি; ৯৯টি, সর্বাধিক জয়: ব্রাজিল; ৬৭টি, সর্বাধিক হার: মেক্সিকো; ২৪টি, সর্বাধিক ড্র: ইতালি; ২১টি, সর্বাধিক গোল করেছে : ব্রাজিল; ২১০টি, সর্বাধিক গোল খেয়েছে: জার্মানি; ১১৭টি, সবচেয়ে কম গোল খেয়েছে: অ্যাঙ্গেলা; ২টি, দুই দলের মধ্যে ফাইনালে সর্বাধিক সাক্ষাৎ : ২বার করে; ব্রাজিল বনাম ইতালি (১৯৭০ ও ১৯৯৪) এবং আর্জেন্টিনা বনাম জার্মানি (১৯৯৮৬ ও ১৯৯০) ।

দলীয় রেকর্ড (এক টুনামেন্টে)

সর্বাধিক জয় : ব্রাজিল; ৭টি (২০০২), সর্বাধিক গেলা করেছে : হাঙ্গেরি; ২৭টি (১৯৫৪), সর্বাধিক গোল খেয়েছে : দক্ষিণ কোরিয়া; ১৬টি (১৯৫৪) ।

দলীয় রেকর্ড (ট্রিকস্)

টানা চ্যাম্পিয়ন : ইতালি (১৯৩৪ ও ১৯৩৮) এবং ব্রাজিল (১৯৫৮ ও ১৯৬২), টানা ফাইনাল ম্যাচ খেলেছে : ৩ বার, জার্মানি (১৯৮২-১৯৯০) ও ব্রাজিল (১৯৯৪ -২০০২), টানা রানার্স আপ : নেদারল্যান্ডস (১৯৭৪ ও ১৯৭৮) এবং জার্মানি (১৯৮২ ও ১৯৮৬), টানা সর্বাধিক ম্যাচ জয় : ব্রাজিল; ১১টি (২০০২-২০০৬), টানা সর্বাধিক ম্যাচে অপরাজিত : ব্রাজিল, ১৩টি (১৯৫৮-১৯৬৬), টানা সর্বাধিক ম্যাচে হার : মেক্সিকো; ৯টি (১৯৩০-১৯৫৮) ।

ব্যক্তিগত রেকর্ড

সর্বাধিক টুনামেন্টে অংশগ্রহণকারী : অ্যান্টনিও কারবাজাল (মেক্সিকো, ১৯৫০-১৯৬৬) এবং লোথার ম্যাথিউস (জার্মানি, ১৯৮২-১৯৯৮), সর্বাধিকবার চ্যাম্পিয়ন দলের সদস্য : পেলে (ব্রাজিল), সর্বাধিক ম্যাচে অংশগ্রহণকারী : লোথার ম্যাথিউস (জার্মানি); ২৫টি, সর্বাধিক সময়ব্যাপী খেলায় অংশগ্রহণকারী : পাওলো মালদিহনি (ইতালি, ১৯৯০-২০০২); ২৩ ম্যাচে ২২১৭ মিনিট, সর্বাধিক ম্যাচে জয়ী খেলোয়াড় : কাফু (ব্রাজিল); ১৬টি, সর্বাধিকবার ফাইনালে অংশগ্রহণকারী : কাফু (ব্রাজিল, ১৯৯৪-২০০২), অধিনায়ক হিসেবে সর্বাধিক ম্যাচে অংশগ্রহণকারী : দিয়েগো ম্যারাডোনা (আর্জেন্টিনা, ১৯৮৬-১৯৯৪); ১৬টি, সর্বকণিষ্ঠ খেলোয়াড় : নরম্যান হোয়াইটসাইড (উত্তর আয়ারল্যান্ড); ১৭ বছর ৪১ দিন, সর্বকনিষ্ঠ অধিনায়ক : টনি নিয়োলা (যুক্তরাষ্ট্র); ২১ বছর ১০৯ দিন; ১৯৯০, বয়োজ্যেষ্ঠ খেলোয়াড় : রজার মিলা (ক্যামেরুন); ৪২ বছর ৩৯দিন, বয়োজ্যেষ্ঠ অধিনায়ক : পিটার শিলটন (ইংল্যান্ড); ৪০ বছর ২৯২ দিন, ১৯৯০ ।

গোলের রেকর্ড (ব্যক্তিগত)

মোট গোল : (১৯৩০-২০১০) : ২২০৮টি, সর্বাধিক গোলদাতা : রোনালদো (ব্রাজিল); ১৫টি, এক টুর্নামেন্টে সর্বাধিক গোলদাতা : জাষ্ট ফন্টেইন (ফ্রান্স); ১৩টি; ১৯৫৮, এক ম্যাচে সব্র্াধিক ব্যক্তিগত গোল : ৫টি; ওলেগ সালেঙ্কো (রাশিয়া); বিপক্ষ ক্যামেরুন; ১৯৯৪ মোট হ্যাটট্রিক (১৯৩০-২০১০) : ৪৯টি, প্রথম হ্যাটট্রিককারী : বার্ট পাতেনাউদে (যুক্তরাষ্ট্র); ১৭ জুলাই ১৯৩০; বিপক্ষ প্যারাগুয়ে সর্বাধিক হ্যাটট্রিককারী: ২টি করে ৪ জন; স্যান্ডের ককসিস (হ্যাঙ্গেরি, ১৯৫৪); জ্যষ্ট ফন্টেইন (ফ্রান্স, ১৯৫৮); গার্ড মুলার (পশ্চিম জার্মানি, ১৯৭০) এবং গ্যাব্রিয়েল বাবিস্তুতা (আর্জেন্টিনা, ১৯৯৪ ও ১৯৯৮), সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতা : পেলে (ব্রাজিল, ১৯৫৮); ১৭ বছর ২৩৯ দিন; বিপক্ষ দক্ষিণ কোরিয়া, সর্বাধিক ব্যবধানে জয় : হাঙ্গেরি (৯)–দক্ষিণ কোরিয়া, (০), ১৯৫৪; যুগোস্লাভিয়া (৯)- জায়ারে (০), ১৯৭৪ ও হাঙ্গেরি (১০)-এল সালভেদর ১২টি; অষ্ট্রিয়া (৭)- সুইজারল্যান্ড, ১৯৫৪, ফাইনাল ম্যাচে সর্বাধিক গোল : ৭টি; ব্রাজিল (৫)- সুইডেন (২); ১৯৫৮, মোট আত্মঘাতি গোল : ৩০টি ।

বিবিধ

সর্বাধিক ম্যাচে গোল হজম করেনি : ১০টি; পিটার শিলটন (ইংল্যান্ড, ১৯৮২-১৯৯০) এবং ফ্যাবিয়ান বার্থেজ (ফ্রান্স, ১৯৯৮- ২০০৬), সর্বাধিক সময়ে গোল হজম করেনি : ৫১৭ মিনিট, ওয়াল্টার জেঙ্গা (ইতালি, ১৯৯০), সর্বাধিকবার চ্যাম্পিয়ন কোচ : ২বার; ভিত্তোরিও পুজো (ইতালি, ১৯৩৪- ১০৯৩৮), সর্বাধিক টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী কোচ: ৬ বার; কার্লোস আলবার্তো পেরেইরা (ব্রাজিল), সর্বাধিক দেশের কোচ হিসেবে বিশ্বকাপে চূড়ান্ত পর্বে অংশগ্রহণকারী : বোরা মিলোটিনোভিচ (যুগোস্লাভিয়া); ৫টি, খেলোয়াড় ও কোচ হিসেবে বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন : মারিও জাগালো (ব্রাজিল) ও ফ্রান্স বেকেনবাওয়ার (পশ্চিম জার্মানি) ।

বর্ষায় শিশুর যত্ন

রোদ-বৃষ্টির খেয়ালিপনায় এসেছে বর্ষা। বর্ষাকালে কখনও রোদ, কখনও বৃষ্টির কারণে আবহাওয়া কখনও হয়ে ওঠে গরম, আবার কখনও ঠাণ্ডা। তাই এ সময়টাতে শিশুদের বিশেষ যত্ন নিতে হবে। ঋতুর পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর যত্নের ধরনও বদলে যায়। শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম হওয়ায় বর্ষার স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় তাদের অসুখ-বিসুখও বেড়ে যায়। এর মূল কারণ হচ্ছে বর্ষায় বাতাসের আর্দ্রতা বেশি থাকে। তাই সংক্রামক ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস খুব সহজেই রোগ ছড়াতে পারে। বর্ষাকালে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় ডায়রিয়া, ডেঙ্গু জ্বর, সর্দি-কাশি, টাইফয়েড, ছত্রাকজনিত ত্বকের সমস্যা। তাই এ সময়ে শিশুদের যত্নের বিষয়ে খুব সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

এই সময় অনেক শিশুই বৃষ্টিতে ভেজার বায়না ধরে। তবে এই সময় শিশু বৃষ্টিতে ভিজলে জ্বর, সর্দি-কাশিতে আক্রান্ত হতে পারে। তাই বৃষ্টিতে ভেজা থেকে বিরত রাখতে হবে। স্কুল থেকে ফেরার পথে বা খেলতে গিয়ে যদি বৃষ্টিতে ভিজেই যায়, তবে বাড়িতে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে তার মাথা ও শরীর ভালো করে মুছিয়ে দিন। চাইলে গোসল করিয়েও দিতে পারেন। বাইরে থেকে ঘেমে নেয়ে একাকার হয়ে বাড়ি ফিরলে চুল ভালো করে মুছে দিন, যাতে ঘামে চুলের গোড়া ভিজে না থাকে। কারণ ঘামে চুলের গোড়া ভিজে থাকলে শিশুরা খুব দ্রুত সর্দি-কাশিতে আক্রান্ত হতে পারে। এরপর কাপড় ভিজিয়ে পুরো শরীর ভালো করে মুছে দিন। ভ্যাপসা গরমে দিনে দু'বার গোসল করিয়েও দিতে পারেন। এতে শিশুরা বেশ আরাম পাবে। তবে খেয়াল রাখুন যেন দীর্ঘক্ষণ ধরে গোসল না করে। বেশি ঘাম হলে স্যালাইন, ডাবের পানি, তাজা ফলের রস, লেবুর শরবত খাওয়ালে অনেকটা স্বস্তি পাবে। পাশাপাশি শরীরে পানির ঘাটতিও পূরণ হবে। বৃষ্টি-বাদলের এই সময়টাতে বাইরে বের হলে সঙ্গে অবশ্যই একটি ছাতা কিংবা রেইনকোট রাখুন।

এই সময়টাতে শিশুকে নিয়মিত গোসল করাতে হবে এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। কারণ বর্ষায় স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া, গরম আর ঘাম মিলে শিশুদের পায়ের আঙুলের ফাঁকে, কুচকিতে, মাথায় ও চুলে ছত্রাক সংক্রমিত হয়। নিয়মিত গোসল না করালে ময়লা আটকে ছত্রাক সংক্রমিত হওয়ার আশংকা বেড়ে যায়। গোসলের পর চুলের গোড়া ভালো করে শুকাতে হবে যাতে ছত্রাক সংক্রমিত না হয়। ভ্যাপসা গরমের জন্য কানের ভেতর ফাংগাল ইনফেকশন হতে পারে। এই আবহাওয়ায় ফাংগাল ইনফেকশন খুব দ্রুত ছড়ায়। এতে কানে চুলকানি হয়। এক্ষেত্রে মায়েরা বা শিশু নিজে চুলের ক্লিপ, কাঠি, কটন বাড বা অন্যকিছু দিয়ে কান না চুলকিয়ে শিশুকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত। এ সময় চুলের জন্য ব্যবহার করতে পারেন বিশেষ শ্যাম্পু। আর গোসলের পানিতে ডেটল বা কোনো জীবানুনাশক দিতে পারেন।

বর্ষায় মশার উপদ্রব অনেক বেড়ে যায়। আর এ থেকে ডেঙ্গু জ্বরসহ নানা রোগের আশংকাও বেড়ে যায়। তাই এই ঋতুতে শুধু বাড়ির ভেতরটা নয়, পরিষ্কার রাখতে হবে বাড়ির আশপাশও। বাড়ির আশপাশে ঝোপঝাড় থাকলে সম্ভব হলে তা পরিষ্কার করিয়ে মশার ওষুধ ছিটিয়ে দিন। ঘরের ভেতর খাটের নিচে, আলমারির পেছনসহ বিভিন্ন ফার্নিচারের আটকানো জায়গাগুলো পরিষ্কার করে নিন। কারণ ঘরের এসব জায়গাতেই মশা লুকিয়ে থাকে। এডিস মশার উপদ্রব কমাতে ফুলদানি, ফুলের টব বা পড়ে থাকা পাত্রে এক সপ্তাহের বেশি যেন পানি আটকে না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখুন। কারণ জমে থাকা পরিষ্কার পানিতেই এডিস মশার বংশ বিস্তার ঘটে। রাতে তো বটেই, দুপুরে বা বিকালে শিশু ঘুমালেও মশারি টানিয়ে দিন।

এ সময়টাতে শিশুর জন্য আরামদায়ক সুতি কাপড় বেছে নিন। ঘামে ভেজা কাপড় দীর্ঘক্ষণ পরিয়ে রাখা উচিত নয়। ঘেমে গেলে সঙ্গে সঙ্গে পোশাক পরিবর্তন করে নিন। স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় পোশাকে যেন 'ড্যাম্প' ভাব চলে না আসে সেজন্য ঘামে ভেজা কাপড় তুলে না রেখে ধুয়ে দিন কিংবা রোদ বাতাসে শুকিয়ে নিন। একইভাবে ছোট শিশুদের কাঁথা, চাদরও ধুয়ে ভালোভাবে শুকিয়ে রাখুন। তাহলে আর স্যাঁতসেঁতে হবে না। এই সময় প্রায়ই রাতে বৃষ্টি হয়ে কিছুটা ঠাণ্ডাভাব বিরাজ করে। তাই ঘুমের সময় শিশুর গায়ে পাতলা সুতি কাপড় পরিয়ে রাখুন।

জ্বর, সার্দি-কাশি, জন্ডিস, টাইফয়েড, চর্মরোগ, ডায়রিয়াসহ নানা রোগের মধ্যে এই সময় সর্দি-কাশিতেই শিশুদের বেশি আক্রান্ত হতে দেখা যায়। প্রচণ্ড গরমের পর হঠাৎ করে বৃষ্টি এবং কিছুটা ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় শ্বাসতন্ত্র সহজেই সংক্রমিত হয়। জ্বর, মাথাব্যথা, শরীর ব্যথা, গলাব্যথা, নাক দিয়ে পানি পড়া, হাঁচি-কাশি ইত্যাদি দেখা দেয়। সর্দি-কাশিতে লেবু চা, আদা ও পুদিনা পাতার রস, মধু বেশ কার্যকর। গলাব্যথা থাকলে গরম পানিতে লবণ মিশিয়ে গড়গড়া করতে দিন। দ্রুত গলাব্যথা ভালো হয়ে যাবে। এখনকার মিশ্র আবহাওয়ায় খাবারের দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। এ সময় ডায়রিয়ার প্রকোপ বেড়ে যায়। সে কারণে শিশুদের বাইরের খাবার ও বাসি খাবার খাওয়ানো উচিত নয়। এ সময় শিশুকে ঘরে তৈরি হালকা ধরনের খাবার খাওয়াতে হবে। তেল-মশলাযুক্ত খাবার এড়িয়ে যাওয়া উচিত। অনেক শিশুর পুষ্টিকর খাবার ও শাক-সবজির প্রতি অনীহা থাকে। জোর করে না খাইয়ে কৌশলে ও আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করে শিশুদের এসব খাবার খাওয়াতে হবে। এ সময় বাজারে আম, লিচু, জামরুল, জাম, কাঁঠাল, আনারসসহ নানা রকম মৌসুমি ফল পাওয়া যায়। এসব ফল বেশি বেশি খাওয়ানোর চেষ্টা করুন। তবে এসব ফলে যেহেতু ফরমালিন দেয়া থাকে তাই খাওয়ার আগে কমপক্ষে এক ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখুন।

-অগ্রদূত ডেস্ক

জানা-অজানা

মাদাম তুসো জাদুঘর মোমের জীবন্ত জগৎ

মাদাম তুসো যুক্তরাজ্যের লন্ডন শহরে অবস্থিত মোম দিয়ে তৈরি বিশ্বব্যাপী আলোচিত ও বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের মূর্তির সংগ্রহশালা। এ জাদুঘরের পরিকল্পক ও নির্মাতা ফরাসি নারী মাদাম মেরি তুসো (Madame Marif Tussaud)। তার নামানুষারেই এর নামকরণ করা হয় 'মাদাম তুসো মিউজিয়াম'।

তিনি ১ ডিসেম্বর ১৭৬১ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্সের ষ্ট্রাসবুর্গে জন্মগ্রহণ করেন। তার মা সুইজারল্যান্ডের বার্নে ডা. ফিলিপ কার্টিয়াসের বাড়িতে গৃহপরিচালকা হিসেবে কাজ করতেন। ডা. ফিলিপ ছিলেন চিকিৎসক ও মোমের ভাস্কর্য তৈরিতে দক্ষ। তার কাছেই তুসোর মোমের তৈরি ভাস্কর্য নির্মাণের হাতেখড়ি। পরবর্তীতে ড. ফিলিপ ও তুসোর যৌথ প্রচেষ্টায় মোমের তৈরি মানবমূর্তি জনসাধারণ্যে প্রদর্শিত হলে তাদের নাম ছড়িয়ে পড়ে। ১৭৯৪ সালে ডা. ফিলিপের মৃত্যুর পর তুসো যাবতীয় মোমের মূর্তির মালিক হন এবং বিভিন্ন জায়গায় এগুলোর প্রদর্শনীর আয়োজন করতে থাকেন। তবে সেখানে স্থান সংকুলান না হওয়ায় শেষে ১৮৮৪ সালে এটি স্থানান্তরিত হয় বর্তমান মেরিলবোর্ন রোডে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রধান প্রধান নগরগুলোতে এ জাদুঘরের শাখা রয়েছে। শুধুমাত্র মোম দিয়ে তৈরি ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত ও রাজকীয় ব্যক্তিত্ব, চলচ্চিত্র তারকা, তারকা খেলোয়াড়, এমনকি কুখ্যাত খুনী- এমন অসংখ্য আলোচিত ব্যক্তিদের এ মূর্তিগুলো প্রথম দর্শনেই সকল দর্শনার্থীদের কাছে যেন মনে হয় মোমের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি।

চোরাবালি কিন্তু শুধু বালি নয়!

চোরাবালি প্রকৃতির এক বিচিত্র সৃষ্টি, যা দেখতে সাধারণ মনে হলেও ভুলক্রমে দৈবাৎ এতে কেউ পড়লে তার আর নিস্তার নেই, তলিয়ে যাবেই। চোরাবালিকে সাধারণভাবে খুবই গভীর কাদা বলা যায়। এটা নদীর তীর, সমুদ্রের বেলাভূমি বা মরুভূমির বুকে সৃষ্টি হয়। এর নিচে গভীরে রয়েছে কঠিন মাটির আস্তরণ আর ওপরে রয়েছে পুরু বালি বা কাদা। পানি বালির নিচে তলিয়ে গেলেও মাটির কঠিন স্তর তা শুষে নিতে পারে না। ফলে বালির উপরিভাগ শুকনো বলে মনে হলেও এর নিচেই পানি জমে তা ধীরে ধীরে ভয়ংকর কাদায় পরিণত হয়। তাই চোরাবালিতে পড়ে গেলে হাত-পা এলোপাথাড়ি না ছুড়ে একটুখানি চুপ করে দাড়িয়ে চারপাশে পানিতে জমতে সময় দিতে হয়। তখন পানির গভীরতার জন্য সাতরে পার হয়ে আসা সম্ভব হতে পারে।

প্রাচীন মিশরীয় মমি বিস্ময়কর সংরক্ষণ পদ্ধতি

'মমি' শব্দটির উৎপত্তি আরবীয় 'মামাইয়া' শব্দ থেকে, যার অর্থ মৃতদেহকে মোম বা আলকাতরা জাতীয় পর্দার্থ দিয়ে সংরক্ষণ করা। এটি প্রাচীন মিশরের একটি বহুল প্রচলিত প্রথা। প্রাচীন মিশরীয়রা মৃত্যুর পরও জীবনের অস্তিত্বে বিশ্বাস করত। সেজন্য মৃতদেহগুলো মৃত্যুর পর ভালোভাবে সংরক্ষণ করা হত। খ্রিষ্টজন্মের ৩০০০ বছরেরও পূর্বে মিশরীয়রা মরুভূমির উত্তপ্ত বালুর বুকে শায়িত ভঙ্গিতে মৃতদেহের কবর দিত। পরবর্তীকালে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পিরামিড বা পাথর কেটে তৈরি কবরে কবরস্থ করা হত। যা মরু বালুকার কবরের মতো শুষ্ক না থাকায় ভিতরের বাষ্পে মৃতদেহগুলোকে নষ্ট করে ফেলত। এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসেবে মমি পদ্ধতির উদ্ভব হয়। এ প্রদ্ধতিতে মৃতদেহ থেকে কিছু কিছু প্রত্যঙ্গ যেমন– ফুসফুস, পরিপাকতন্ত্র ইত্যাদি প্রথমে বের করে পৃথক পৃথক জারে সংরক্ষণ করতে হতো ও পরে পুনরায় দেহে সংস্থাপন করা হত। এরপর দেহের ভিতরে লবণ প্রয়োগ করে শুষ্ক মরু বাতাসের সাহায্যে অভ্যন্তরের বাষ্প বের করে দেওয়া হাতো। শুষ্ক হয়ে যাওয়ার পর সর্বাঙ্গে পাইন গাছের আঠা মেখে কয়েকশত মিটার দীর্ঘ লিনেন দিয়ে মুড়ে দেওয়া হত। এ প্রক্রিয়া শেষ হতে প্রায় সত্তর দিন সময় লাগত। অতঃপর নানা রংয়ে চিত্রিত বা খোদাইকৃত কাঠের আধারে করে এ মমি সংরক্ষণ করা হত।

কোনো বস্তু পানিতে ভাসে বা ডুবে যায় কেন?

দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ শক্তির ক্রিয়ায় অর্থাৎ বস্তুটির নিজের ওজনের প্রভাব (যা বস্তুকে পানির নিচে নিতে চায়) এবং বস্তু কর্তৃক অপসারিত পানির উর্ধ্বমুখী চাপের প্রভাবেই বস্তু পানিতে ভাসে বা ডুবে যায়। বস্তুর ওজন পানির চাপের সমান বা কম হলে তা ভাসে, অন্যথায় তা ডুবে যাবে।

গ্রীষ্মকালে ফ্যানের বাতাস অধিক ঠান্ডা অনুভব হয় কেন?

ত্বকের অজস্র ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে আসা ঘামের বাষ্পীয় (প্রয়োজনীয় উত্তাপ ঘাম থেকে সরবরাহ করে তাপ হারানোই ঘামের উষ্ণতা কমে যাওয়ার মাধ্যমে) ঘটে বলে।

- সালেহীন সিরাত

স্বদেশ-বিবৃতি

রূপগঞ্জে নতুন গ্যাসক্ষেত্র

নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জে নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার করেছে রাষ্ট্রীয় তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলন কোম্পানী বাপেক্স। ক্ষেত্রটির আওতাভূক্ত রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) পূর্বাচল নতুন শহর এলাকায় খনন করা একটি অনুসন্ধান কূপ থেকে ১৪ জুন ২০১৪ গ্যাস প্রবাহ শুরু হয়। বাপেক্স দ্বিমাত্রিক ভূকম্পন জরিপে পাওয়া সূত্র ধরে পূর্বাচল অনুসন্ধান কূপ খনন করে ক্ষেত্রটি পায়। এটি দেশে আবিষ্কৃত ২৬তম গ্যাসক্ষেত্র। এতে ৫০ বিলিয়ন বা ৫,০০০ কোটি ঘনফুট গ্যাস মজুদ আছে বলে ধারণা করা হয়। এখান থেকে প্রতিদিন ১ কোটি থেকে ১ কোটি ২০ লাখ ঘনফুট গ্যাস উত্তোলন করা যাবে। গ্যাস তোলা যাবে ১০-১৫ বছর। এখানে যে গ্যাস মজুদ আছে তার বর্তমান বাজার মূল্য ১৫০০ কোটি টাকারও বেশি। ৩,২২৯-৩,৩৩৫ মিটার নিচে এ গ্যাস আবিষ্কার করে বাপেক্স।

বস্তিবাসীর সেবায় সখি

শুরু হয়েছে বস্তিতে বসবাসরত নাগরিকের স্বাস্থ্য, অধিকার ও ইচ্ছেপূরণ বিষয়ক প্রকল্প 'সখি'। রাজধানীর ১৫টি বস্তিতে পাঁচ বছর মেয়াদে নারীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির লক্ষে এ প্রকল্প কাজ শুরু করছে। ১৯ জুন ২০১৪ এ প্রকল্পের উদ্বোধন হয়। নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের সহযোগিতায় বেসরকারি সংস্থা বাংলাদেশ লিগাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাষ্ট), মেরী স্টোপস, আমরাই পারি, উইমেনস হেলথ কোয়ালিশন যৌথভাবে এ প্রকল্প বাস্তবায়নে কাজ করছে। রাজধানীর মহাখালী, মোহাম্মদপুর ও মিরপুরের বস্তিতে নারীদের অধিকার নিশ্চিত করতে বিশেষ পোশাক কারখানায় নিয়োজিত নারীকর্মী ও নারী গৃহকর্মী এবং তাদের পরিবারগুলো সরাসরি এ প্রকল্পের কার্যক্রমের সাথে যুক্ত রয়েছে। সখি'র প্রকল্প পরিচালক কল্পনা রানী।

শান্তিরক্ষা মিশনে দুই যুদ্ধজাহাজ প্রতিস্থাপনা

লেবাননে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের আওতায় মাল্টিন্যাশনাল মেরিটাইম টাস্কফোর্সে দীর্ঘ ৪ বছর দায়িত্ব পালন শেষে নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ 'ওসমান' ও 'মধুমতি' প্রত্যাবর্তন করলে তাদের স্থানে প্রতিস্থাপন করা হয় নৌবাহিনীর আধুনিক যুদ্ধজাহাজ 'আলী হায়দার' ও 'নির্মুল'। ১৩ জুন লেবাননে যুদ্ধ জাহাজ দুটির প্রতিস্থাপন আনুষ্ঠানিক সম্পন্ন হয়।

২০০৪ সাল পর্যন্ত জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ সেনা ও বিমানবাহিনী এবং পুলিশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরে ২০০৫ সালে সুদানে ফোর্স রিভারাইন ইউনিট অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে নৌবাহিনীর কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর ইউনিফিলের আওতায় লেবানন ও ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় টহলে কাজে ২০১০সাল থেকে নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ 'ওসমান' মধুমতি কে নিয়োজিত করা হয়। যুদ্ধজাহাজ দুটি সফলভাবে দায়িত্ব পালন শেষে ১৫জুন ২০১৪তারিখে দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। মাল্টিন্যাশনাল মেরিটাইম টাস্কফোসের আওতায় নৌবাহিনীর দুটি যুদ্ধজাহাজ প্রতিনিয়ত ৩২০ জন নৌসদস্য নিয়ে ভূমধ্যসাগর এলাকায় টহল কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। পাশাপাশি বিগত চার বছরে লেবাননে দায়িত্ব পালনরত নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ 'ওসমান' ও মধুমতি'তে প্রায় ১২৮০ জন নৌসদস্য সফলতা সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন।

মার্স ভাইরাস ও বাংলাদেশ

মার্স ভাইরাসের পূর্ণরূপ মিডল ইষ্ট রেসপিরেটরি সিনড্রেম করোনা ভাইরাস বা মার্স করোনা ভাইরাস। এটি প্রথমে শনাক্ত করেন মিশরীয় ড. আলী মোহাম্মদ জাকির। তিনি র্সবপ্রথম ২০১২সালে এপ্রিলে সৌদি আরবে জেদ্দায় নি মেনিয়া ও প্রসাব বন্ধ হয়ে যাওয়া এক পুরুষ রোগীর মাঝে জটিল এ ভাইরাস চিহ্নিত শনাক্ত করেন। এরপর ২৪সেপ্টেম্বর ২০১২ড.জাকির প্রথমবারের মতো এ বিষয়টি পোষ্ট করেন। মার্স ভাইরাস সার্স ভাইরাসের মতো হলে ও এ দুয়ের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। মার্স সার্সের মতো আবিষ্কার ষষ্ঠ ভাইরাস। সাধারণত র্সাস ভাইরাস থেকে কিছুটা ভিন্ন বলে মার্স ভাইরাসকে সৌদি ভাইরাস ও বলা হয়।

এ পর্যন্ত ফ্রান্স, জার্মান, ইতালি, যুক্তরাজ্য, জর্ডান, কাতার, সৌদি, আরব তিউনিসিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাংলাদেশসহ বিশ্বের ২২ দেশে এ ভাইরাস আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছে। এ রোগের আক্রান্তদের মারাত্মক উপর্সগ ও মৃত্যুহারজনিত কারণে সারা বিশ্বের ব্যাপক চাঞ্চল্য ও সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। মারাত্মক ছোয়াচে এ রোগীর সংস্পর্শ থেকে। র্মাস করোনা ভাইরাসের আক্রান্ত রোগীদের মৃত্যুর হার ৩০ শতাংশ।

* যার মাধ্যমে ছড়ায়ঃ সৌদি আরবে উটের মাধ্যমে ছড়িয়ে প্রাণঘাতী র্মাস ভাইরাস ।

* যাদের আক্রমণ করেঃ মানুষ পশু - পাখিকে আক্রমণ করে।

* সর্তকতাঃ এ ধরনের রোগীদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল ও বাসায় বিশেষ ব্যবস্থা অনুসরণ করতে হয়। এ বিষয়ে সাধারণ মানুষকে আতঙ্কিত না হওয়া পরার্মশ দেয়া হয়েছে।

* ঝুকিপূর্ণ এলাকা : কানাডিয়ান একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসহ ৮টি দেশ ও ১২টি শহরকে সর্বাধিক ঝুকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। দেশগুলো হচ্ছে– বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, মিসর, কুয়েত বাহরাইন, ইরান এবং ব্রিটেন। ঝুকিপূর্ণ শহরগুলো হচ্ছে– ঢাকা, মুম্বাই, করাচি, কায়রো, কুয়েত সিটি, বাহরাইন, লন্ডন, কোজিখুদে, ইস্তানবুল, বৈরুত, ম্যানিলা এবং জাকার্তা।

উপজেলা পরিষদে নারী

নানা জটিলতা কাটিয়ে অবশেষে উপজেলা পরিষদে সংরক্ষিত নারী সদস্য নির্বাচনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে নির্বাচন কমিশন। প্রথম অবস্থায় বিন্যাসকৃত ২১ জেলার ১২৭ উপজেলায় তিন শতাধিক নারী সদস্য নির্বাচন করা হবে। আর পুরো প্রক্রিয়া শেষ হলে উপজেলার সংরক্ষিত নারী সদস্য দাড়াবে প্রায় সহস্রাধিক।

স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ-১৯৯৮) আইনের ৬ ধারায় নির্বাচিতদের মধ্যে থেকে ভোট দিয়ে উপজেলা পরিষদে সংরক্ষিত নারী সদস্য নির্বাচন করার বিধান আছে। বিধানের একটি উপজেলাতে ১২টি ইউনিয়ন (প্রতিটি ইউপিতে ৩জন সংরক্ষিত নারী সদস্য হিসেবে ৩৬জন) ও একটি পৌরসভা (প্রতিটি পৌরসভায় ৩জন নারী কাউন্সিলর) থাকলে উপজেলায় নারী সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত আসন হবে ৪টি। ইউপি/পৌরসভার সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্যরাই সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদের সংরক্ষিত আসনের নির্বাচনে ভোটার এবং প্রার্থী হতে পারবেন। নির্বাচিতদের জন্য এলাকা বন্টনও করা হবে।

সর্ববৃহৎ পিট কয়লাক্ষেত্র

হাওর হাকালুকিতে ২০০ মিলিয়ন টনের বেশি পিট কয়লা মজুদ রয়েছে। এটি দেশের সর্ববৃহৎ পিট কয়লাক্ষেত্র। দুই দফায় জরিপ কাজ শেষে ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের একটি দল পিট কয়লার সন্ধানে হাওরের জুড়ী উপজেলার চাতলা বিল এলাকায় জরিপ চালায়। এ সময় সেখানে পিট কয়লার সন্ধান পাওয়া যায়।

প্রথম সরকারিভাবে ওষুধ রফতানি

বাংলাদেশ থেকে প্রথমবারের মতো সরকারিভাবে ওষুধ রফতানি হচ্ছে শ্রীলংকায়। ২৩ জুন ২০১৪ বাংলাদেশ এবং শ্রীলংকার মধ্যে এ সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে নতুন দিগন্তের সূচনা হয়। এর আগে বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন দেশে ওষুধ রফতানি করা হতো। প্রথম পর্যায়ে শ্রীলংকা বাংলাদেশ ৫২৫ ধরনের ওষুধ নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে। বিশ্বের ৯১টি দেশে বাংলাদেশ বর্তমানে ওষুধ রফতানি করে থাকে।

উপজেলা-পৌরসভা-থানা

২ জুন ২০১৪ প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির (নিকার) ১০৯তম বৈঠকে নতুন দুটি উপজেলা, দুটি পৌরসভা এবং একটি থানার অনুমোদন দেওয়া হয়।

উপজেলা ঃ নতুন গঠিত দুই উপজেলা হলো খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার গুইমারা এবং সিলেট জেলার ওসমানীনগর। নতুন দুটি উপজেলাসহ বর্তমানে দেশে মোট উপজেলা ৪৮৯টি।

গুইমারাঃ আয়তন ১১৫ বর্গকিলোমিটার * জনসংখ্যা ৪৪,২০২ জন* ইউনিয়ন: ৩টি গুইমারা (মাটি রাঙ্গা), সিন্দুকছড়ি (মহালছড়ি ও হাফছড়ি (রামগড়)। ওসমানীনগরঃ আয়তন২২৪.৫৪ বর্গকিলোমিটার * জনসংখ্যা ২ লাখের অধিক * ইউনিয়ন : ৮টি - উমরপুর, সাদীপুর, পশ্চিম পৈলনপুর, বুরুঙ্গা বাজার, গোয়ালা বাজার, তাজপুর, দয়ামীর ও উছমানপুর।

পৌরসভাঃ স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ অনুসারে পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ উপজেলা সদর ও চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলায় নাজিরহাটকে পৌরসভায় উন্নীত করা হয়। নতুন দুটি নিয়ে দেশে মোট পৌরসভার সংখ্যা ৩১৯টি।

* সদর, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় : জনসংখ্যা ৫০,০০০ জন।

* নাজিরহাট, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম : জনসংখ্যা ৫০,০০০জন।

থানা ঃ লক্ষ্মীপুর জেলার সদর উপজেলার চন্দ্রগঞ্জ পুলিশ তদন্তকেন্দ্রকে থানায় উন্নীত করা হয়। এ নিয়ে দেশে থানার সংখ্যা ৬৩৬টি।

* চন্দ্রগঞ্জ ঃ আয়তন ২০৩ বর্গকিলোমিটার * জনসংখ্যা ৩ লাখের বেশি * ইউনিয়ন ৯টি।

চিত্র-বিচিত্র

পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে। বিস্ময়কর পৃথিবীতে নতুন নতুন ঘটনার জন্ম দিচ্ছে সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ। তেমনি কিছু সাড়া জাগানো সাম্প্রতিক ঘটনা নিয়ে এই আয়োজন.....

পিরামিডের পাথর বহনের রহস্যোন্মোচন

প্রযুক্তি যখন খুব একটা অগ্রসর ছিল না, সে সময় পিরামিডের মতো বিশালকায় স্থাপনায় নির্মাণ কীভাবে সম্ভব হয়েছিল তা অবশেষে জানা গেছে। প্রাচীন মিসরীয়রা কী কৌশলে প্রকান্ড সব পাথর ও সরঞ্জাম বয়ে নিয়েছে, বিজ্ঞানীরা সে প্রশ্নের জবাব পেয়েছেন। মরুভূমিতে ভারী বস্তু পরিবহনের উপায় জানতে চেয়েছিলেন ইউনিভার্সিটি অব আর্মষ্টারডামের পদার্থবিদরা। দিগন্ত বিস্তৃত বালির ওপর দিয়ে চাকাবিহীন গাড়িতে পাথর বয়ে নিয়েছিল মিসরীয়রা। বালির ওপর এমন বাহনে ভারী কিছু নিয়ে যেতে পেছন থেকে গাড়ির গায়ে ধাক্কা দিলে সামনের দিকটায় বালির স্তুপ এসে বাধা হয়ে দাড়ায়। তাহলে প্রাচীন মিসরীয়রা কীভাবে এ কাজ সম্ভব করেছিল? বিজ্ঞানীরা বিষয়টির সম্ভাব্য ব্যাখ্যা খুঁজছিলেন। বেশ কিছু পরীক্ষা ও মহড়ার পর তারা দেখতে পান, স্লেজ নামক চাকাবিহীন গাড়িটির সামনে বালিতে কিছু পানি ঢেলে দিলে পেছন থেকে ধাক্কার পর সামনের দিকটায় আর বালি স্তুপীকৃত আকার নেয় না। ফলে পেছনে শক্তি প্রয়োগ করতে পারলে গাড়িটিকে এগিয়ে নিতে সমস্যা হয় না। পিরামিডের নির্মাণ শিল্পীরা সহজ এ কৌশলই অবলম্বন করেছিলেন। বিজ্ঞানীরা তাদের এ আবিস্কারের ইঙ্গিত পেয়েছিলেন প্রাচীন মিসরীয়দের কাছ থেকেই। যেহুতিহোতেপের সমাধিতে পাওয়া একটি দেয়ালচিত্রে দেখা যায়, ১৭২ জন লোক দড়িতে বেঁধে স্লেজে করে প্রকান্ড এক ভাস্কর্য নিয়ে যাচ্ছে। স্লেজের সামনে দাড়ানো এক ব্যক্তি বালিতে পানি ঢালছে।

মাছ বৃষ্টি

শ্রীলংকার চিলওয়া জেলার এক গ্রামে ৫ মে ২০১৪ কালবৈশাখী ঝড়ে উড়ে আসে প্রচুর মাছ। প্রায় ৫০ কেজি মাছ বিনা চাষেই আকাশ থেকে পড়ে। কই, চিংড়িসহ নানান জাতের মাছ গ্রামের ঝোপঝাড়ে ঝরে পড়ে। এ নিয়ে শ্রীলংকায় তিনবার মাছ বৃষ্টি হলো। এ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় বৈজ্ঞানিকেরা জানান, কালবৈশাখীর সময়ে নদী বা সাগরে প্রবল ঘূর্ণির সৃষ্টি হয়। ঘূর্নির সময়ে পানিতে থাকা মাছও অনেক উপরে উঠে আসে। ঝড়ের হাওয়ায় মাছগুলো এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে। আর এমনটাই হয়েছে সেই গ্রামে।

সাড়ে ৫ ফুট লম্বা বার্গার

সম্প্রতি লন্ডনের জন ক্লার্কসন দীর্ঘ ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি লম্বা দুটি বার্গার তৈরি করেন। বার্গার দুটিতে রয়েছে ৩০ হাজার ক্যালারি। বিশ্বের সবচেয়ে লম্বা বার্গার দুটির একটিতে ১০ পাউন্ডের বেশি পনির, অপরটিতে সাড়ে ১১ পাউন্ড গরুর মাংস ব্যবহার করা হয়েছে। এসবের সাথে সালাদ, শূকরের মাংসের কাবাব ও রগনেস সস কুচিকুচি করে কেটে দেওয়া হয়েছে। ক্লার্কসন ও তার স্ত্রী করিনিন দেড় ঘন্টা চেষ্ঠা করে ধাতব একটি দন্ডের মাধ্যমে বার্গারের ভেঙে না যায়। বার্গারের পাউরুটিগুলো বড় হওয়ার কারণে স্থানীয় বেকারি থেকে তা সংগ্রহ করা হয়।

ম্যারাথন মধুচন্দ্রিমা

প্রায় দু'বছর ধরে অর্ধেক পৃথিবী ঘুরে নিজেদের মধুচন্দ্রিমা যাপন করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যানি আর মাইক হাওয়ার্ড। ভালোবাসা-ভ্রমণ-অ্যাডভেঞ্চারের মিশেলে এখনও পর্যন্ত পৃথিবীর দীর্ঘতম হানিমুন কাটান এ জুটি। চাকরিতে যোগ দেয়ার ভাড়া, অতিরিক্ত ছুটির জন্য অফিসে বসের চোখরাঙানি, সব সমস্যা মেটাতে বিয়ের পরই চাকরি ছেড়ে দেন এ জুটি। নিজেদের অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া দেন। ব্যস, স্যুটসে গুছিয়ে বেরিয়ে পড়েন ম্যারাথন-মধুচন্দ্রিমায়। যাত্রাপথে নানা রকম সমস্যা, বাধার মুখোমুখি হয়েছেন। কিন্তু ঘোরার নেশা আর পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা তাতেও বিন্দুমাত্র ক্ষীণ হয়নি। তাদের এ অভিজ্ঞতা সবার সাথে ভাগ করে নিতে একটি ওয়েবসাইট চালু করেছেন মাইক ও অ্যানি। নাম দিয়েছেন হ্যানিট্রেক ডট কম। সেই সাইটে মাইক নিজের পেশা হিসেবে উল্লেখ করেছেন 'পেশাদার হনিমুনার'।

-অগ্রদূত ডেস্ক

বিজ্ঞানের সেরা আবিষ্কার

শীতলতম নক্ষত্র

আমাদের উত্তর মেরুর মতো হিমশীতল এক নক্ষত্রের সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া ষ্টেট ইউনিভার্সিটি এক জ্যোতির্বিদ নাসার 'ওয়াইজ' (ওয়াইল্ড-ফিল্ড ইনফ্রারেড সার্ভে এক্সপ্লোরার) এবং স্পিৎজার' স্পেস টেলিস্কোপের মাধ্যমে অনুজ্বল ব্রাউন ডোয়ার্ফ' বা বাদামি বামন নামের শীথলতম নক্ষটি আবিষ্কার করেন। নক্ষত্রটির নাম দেয়া হয়েছে ওয়াইজ জে ০৮৫৫১০.৮৩-০৭১৪৪২.৫'। সূর্য থেকে ৭.২ আলোকবর্ষ দূরের নক্ষত্রটির তাপমাত্রা শূন্যের নিচে ৪৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ১৩ ডিগ্রির মদ্যে ওঠানামা করে। এর ভর আমাদের সৌরজগতের বৃহস্পতি গ্রহের ভরের তিন থেকে দশ গুন।

বৃহৎ ডাইনোসর

আর্জেন্টিনায় একটি ডাইনোসরের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। এটিকে পৃথিবীর বুকে হাঁটা সর্ববৃহৎ প্রাণী বলে ধারণা করা হচ্ছে। ডাইনোসরের উরুর একটি হাড়ের ওপর নির্ভর করে ডাইনোসরটি দৈর্ঘ্যে ১৩০ ফুট (৪০ মিটার) ও উচ্চতায় ৬৫ ফুট (২০ মিটার) ছিল বলে হিসাব করেন জীবাশ্মবিদরা। ১৪টি আফ্রিকান হাতির ওজনের চেয়েও বেশি ডাইনোসরটির ওজন ছিল ৭৭ টন। এর আগের জীবাশ্ম পরীক্ষার ভিত্তিতে সবচেয়ে বেশি ওজন রেকর্ড করা হয়েছিল আর্জেন্টিনোসরাস প্রজাতির ডাইনোসরের, যার ওজন ছিল ৭০ টন। এ ডাইনোসরের, প্রথম নমুনা আর্জেন্টিনায় পাওয়া গিয়েছিল বলে এ নামকরণ করা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন, নতুন প্রাপ্ত ডাইনোসরটি আর্জেন্টিনোসরাস টাইটানোসর গণের একটি নতুন প্রজাতি।

উড়ন্ত মোটরবাইক

যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান অ্যারোফেক্স আগামী ২০১৭ সালের মধ্যেই একটি উচ্চপ্রযুক্তির উড়ন্ত সাইকেল (অ্যারো এক্স হোভারবাইক) চালু করার পরিকল্পনা নিয়েছে। ১০ ফুট উচ্চতার সাইকেলটি দু'জন আরোহী নিয়ে ঘন্টায় ৭২ কিলোমিটার পর্যন্ত গতিতে তিন মিটার উঁচু দিয়ে চলতে পারবে। সাইকেলটির দাম পড়বে ৮৫,০০০ মার্কিন ডলার।

জন্ম নিল জাব্বি

মেক্সিকোর চিড়িয়াখানায় গাধা ও জেব্রার মিলনে জন্ম নিয়েছে এক বিশেষ জাতের প্রাণী। গাধা ও জেব্রা থেকে জন্ম নিয়েছে বলে একে ডাকা হচ্ছে গব্রা বরে। আর ইংরেজিতে একে ডাকা হয় জনকি বলে। ২১ এপ্রিল ২০১৪ মেক্সিকোর উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্য তামাউলিপাসের চিড়িখানায এ জনকি শাবকের জন্ম হয়। জন্মের সময় এর ওজন ছিল ২৬ কেজি। আর এর নাশ রাখা হয়েছে 'খুমবা'। এ ঘটনা খুবই বিরল। কেননা জেব্রা ও গাধা দুই প্রজাতিরই ক্রোমোজোম সংখ্যায় অসঙ্গতি রয়েছে। যেখানে পাধার ক্রোমোজোম সংখ্যা ৬২, সেখানে জেব্রার প্রজাতি ভেদে ক্রোমোজোম সংখ্যা হলো ৩২,৪৪ ও ৪৬।

লাইন স্পর্শ ছাড়াই চলবে ট্রেন

ট্রেন চলবে, থাকবে উড়ন্ত কিন্তু ট্রেনের চাকা ট্র্যাকলাইন স্পর্শ করবে না। চুম্বকের সাহায্যে ট্রেন চোখের পলকে দ্রুত এগিয়ে যাবে গন্তব্যে। বিশ্ব পরিবহন ক্ষেত্রে অবিশ্বাস্যে হলেও সত্য এ বাস্তবতার কৃতিত্ব বাংলাদেশি বংশোদ্ভুত মার্কিন বিজ্ঞানী ড. আতাউল করিমের। তিনি বিশ্বের সেরা ১০০' বিজ্ঞানীর অন্যতম একজন। যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ম্যাসাচুসেটস ডার্টমাউথ এর প্রভোষ্ট ও নির্বাহী ভাইস চ্যান্সেলর এবং গবেষক ড. করিমের এ প্রকল্প সফল হয়েছে। এখন শুধু বাণিজ্যিকভিত্তিতে চালু করার কাজটি বাকি।

লোনা পানি পানের উপায় আবিষ্কার

সূর্যের তাপের সাহায্যে সমুদ্রের লোনা পানিকে পানযোগ্য করার উপায় উদ্বোধন করেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই বিজ্ঞানী- সমুদ্র ও মৎস্যবিজ্ঞান ইনষ্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক শেখ আফতাব উদ্দিন ও শিক্ষার্থী মো. মুহিবল ইসলাম। সহজ এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে একটি পরিবার দিনে আড়াই লিটার পরিমাণ পানি সংগ্রহ করতে পারবে। এ পানিশোধন যন্ত্র তৈরিতে খরচ পড়বে মাত্র ১,২০০ টাকা। সমুদ্রের পানিকে সুপেয় করতে তারা ইস্পাতের তৈরি একটি পাত্র (ট্রে) ব্যবহার করেন যা লম্বায় তিন ফুট, প্রস্থে দুই ফুট এবং চার থেকে পাঁচ ইঞ্চি পুরু। এর উপরে থেকে বায়ুরোধী কাচের ঢাকনা। ইস্পাতের এ পাত্রের সাথে একটি নল সংযুক্ত থাকে, যা দিয়ে বিশুদ্ধ পানি ধারকপাত্রে গিয়ে জমা হয়। লোনা পানিতে পূর্ণ পাত্রটি প্রথমে সূর্যালোকে রাখা হয়। এরপর সূর্যের তাপে পানি বাষ্পে পরিণত হয়ে ধারকপাত্রে জমা হয়। এভাবে প্রাপ্ত পানি সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ এবং জীবানুমুক্ত। তবে ইস্পাতের পাত্রে সমুদ্রের পানি দেয়ার আগে বালিও পাথরের ফিল্টার যন্ত্রে ছেকে নেয়া হয়।

ঠাকুরগাঁয়ে অর্ধশতাধিক বছরে সূর্যপূরি আম

মো: ইউনুস, এল.টি

দুই বিঘা জমির উপর একটি আম গাছ

৩০তম কাব ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স চলছে ডোমার বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে। আমি একজন কোর্সের ষ্টাফ। ২৪ মে সন্ধ্যার একটু আগে মটর সাইকেলে এলেন দিনাজপুর অঞ্চলের ডি ডি সাইফুর ভাই ও ডিআরসি (পি) আরিফ ভাই। আমি বিছানায় বসে আছি। ঘরে ঢুকে দুটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন আমার বিছানার কাছে। সাইফুর ভাই ব্যাগ থেকে একটা লম্বা খাম বের করে আমার হাতে দিলেন। খামের ভেতরের পত্রখানা পড়ে জানালাম বাংলাদেশ স্কাউটস দিনাজপুর অঞ্চলের মাল্টিপার্পাস ওর্য়াকপশ, ট্রেনার কনফারেন্স প্রোগ্রাম ও সাংগঠনিক ওয়ার্কশপ হচ্ছে ঠাকুরগাঁও জেলা স্কুলের আর সি ট্রেনিং সেন্টারে। আমাকে করা হয়েছে উপদেষ্ঠা। মনে মনে ঠিক করলাম যাবো না। আবার সাইফুর ভাই আরিফ ভাইয়ের কথা মনে পরায় ঠিক করলাম যাব, তবে একদিন পর। সাইফুর ভাই, আরিফ ভাই আমাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন। আমিও ওদের ভীষণ ভালবাসি স্নেহ করি ছোট ভাইয়ের মত। ওদের কথা রাখতেই হবে।

২৬ তারিখ রাতে কোর্স শেষ হল। ২৮ তারিখ সকাল থেকেই যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছি কিন্তু বৃষ্টির জন্য বাড়ী থেকে বের হতে পারছিনা। দুপুরে খাওয়া শেষ করে বসে আছি। বৃষ্টি একটু কমলেই রওনা দিলাম আমি আর কহিনুর। দেবীগঞ্জ পর্যন্ত ভালভাবেই পৌছালাম। তারপর শুরু হল ঝড় আর বৃষ্টি। কহিনুর বলল স্যার ফিরে যাই ডোমার, আর যাব না। ভাবছি বাড়ী ফিরেই যাই। দেখি আমাদের সামনে একটা সিএনজি। ড্রাইভার বলে, "স্যার ওঠেন বোদা যাব।" উঠে পড়লাম সিএনজিতে। ভিজতে ভিজতে পৌছালাম বোদা। সঙ্গে সঙ্গেই পেলাম ঠাকুরগাঁও গাড়ী। বিকাল ৪ টায় পৌছালাম ঠাকুরগাঁও। জেলা স্কুলের গেটের ভিতর ঢুকেই অবাক। মাঠ ভর্তি হাটু জল। মাঠ-ঘাট থৈ থৈ খালবিল ভরছে। কি করি? কি ভাবে যাই ও, আর, সি ট্রেনিং সেন্টারে? আমাদের কাছে একটা উপকারী বস্তু রয়েছে মোবাইল। এরই মধ্যে কোহিনুর উপকারী যন্ত্রটির মাধ্যমে দেবীগঞ্জের জামানের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। ওপার থেকে জামান ডাকছে "স্যার ডান দিক দিয়ে চলে আসেন।"

জামানের সাহায্যে আমি আমার জন্য বরাদ্দ রুমে উঠলাম। একটু পর সাইফুর ভাই আর আমিনুর ভাই আমাকে জানালেন সন্ধ্যার পর সেশন। সন্ধ্যা ৭ টায় ইউনিফর্ম পড়ে গেলাম সেশন হলে। পূর্বের সেশন শেষ হলে পরের সেশনের প্রস্তুতি। মুরাদ ভাই এই সেশনের প্রধান আলোচক। আমি সেশনের সভাপতি। তিনি শুরু করলেন ২য় চতুর্থ বার্ষিকীতে তার কি কি পরিকল্পনা রয়েছে, তা দিয়ে। ১ম চতুর্থ বার্ষিকীর সফলতা সম্পর্কে তিনি বললেন এবার শাপলা কাব ও প্রেসিডেন্ট স্কাউট এওয়ার্ডের অংশগ্রহণকারী বেড়েছে। তাদের আর আলাদা ভাবে কাজ করতে হবে না। নিয়মিত ট্রুপ মিটিং এ অংশ নিলেই হবে। জাতীয় পর্যায়ের ক্যাম্পুরী সমাবেশ এবং জাম্বুরিতে অংশগ্রহণ করতে হলে নিয়মিত ট্রুপ মিটিং এ অংশ নিতে হবে। আমারো একই কথা। নিয়মিত ট্রুপ মিটিং আবশ্যিক ভাবে বিদ্যালয় গুলিতে করলে পোশাকি স্কাউটিং থাকবে না ফিরে যাবে আসল স্কাউটিং এ। এই সেশনের অতিথি ছিলেন ঠাকুরগাঁও জেলার সম্মানিত পুলিশ সুপার জনাব ফয়সাল মাহমুদ। তার বক্তব্যে তিনি বললেন যে তিনি বিশ্বাস করেন বর্তমান এই যুব সমাজকে অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র স্কাউটিং। স্কাউটিং সম্প্রসারণে আমি সাধ্যমত সবরকম সাহায্যে এবং সহযোগিতা করে যাব। তাকে আমার খুব ভাল লাগল। রাতে এক টেবিলে খেতে বসে

সূর্যপুরি আম

দেখলাম তার খাবার তরিকা খুব ভাল লাগল। পুরা সুন্নাতি তরিকায় খেলেন থালা চেটে-চেটে।

১০টায় শুরু হল ট্রেনার ওয়ার্কশপ/রাতে এক মেহমান এলেন জেলা প্রশাসক ঠাকুরগাঁও জনাব মুকস চন্দ বিশ্বাস। রাতের খাবার শেষ করে আমরা আবার গেলাম সেশন হলে, কারণ আগামী কাল আমাদের নিয়ে যাওয়া হবে ঐতিহাসিক আম গাছ দেখাতে বলিয়া ডাঙ্গি।

৩১ শে মে, যথা সময়ে শুরু হল সেশন, এর মধ্যে বেলা ১১টায় এলো ২টা মিনি বাস, আমরা ওয়ার্কশপ এর সমাপ্তি ঘোষণা করে সবাই গেলাম গাড়ীর দিকে। একটা গাড়ীতে উঠলো মেয়েরা আর একটাতে উঠলাম আমরা। ১১.৩০ টার সময় গাড়ী ছাড়ল। আমার পাশে বসেছেন আজকের শিক্ষা সফরের নেতৃত্বে দানকারী জনাব আক্তারুজ্জামান ভাই। জামান ভাই ঠাকুরগাঁও জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক। বড় ভাল মানুষ। সারাক্ষণ আমাদের সঙ্গেই থাকেন। গাড়ী প্রধান রাস্তায় উঠে বালিয়াডাঙ্গির দিকে ছুটল। শুরু হল ফারুক এলাহির গান। আনন্দের মধ্য দিয়েই আমাদের গাড়ী বহর পৌছাল ঐতিহাসিক আম গাছের সামনে। সবাই নামলাম গাড়ী থেকে। দেখি বিরাট এলাকা জুড়ে টিন দিয়ে ঘেরা হয়েছে। সুন্দর একটা দরজা। দরজার সামনে পথ আগালে বসে আছে একটা মেয়ে। সে টিকিট ছাড়া দরজাই খোলে না। আমি তার মাথায় হাত রেখে আদরের সঙ্গে বললাম মাই হামরা তোমার সাগাই হই। মাথাটা এগনা অঠা। আরো অনেক কিছু বললাম। সে মাথা উঠালো না দরজা খুলল না কিছুই বলল না যেমন ভাবে আছে তেমনি ভাবেই দরজা ধরে বসে রইল। একটুও নরলো না চরলো না। লিয়াকত ভাই এসে বললেন, "স্যার, দৈত্যের ঘুম ভাঙ্গল না। গ্রান্ড ইয়েল দিতে হবে? আমি একটু হাসলাম ঢেকি স্বর্গেও ধান বানে এরা কাবের লোক তাই দৈত্য, গ্রান্ডইয়াল বললেন আবার আমি মেয়েটার কাছে গেলাম বললাম মাই এগনা দয়া কর মাথাটা অঠা। এমন সময় ভেতর থেকে মেয়েটার বাবা বললো খুলিদে মাই। মেয়েটি দরজা খুলেদিল। হুর হুর করে সবাই ভিতরে ঢুকলো। ভিতরে ঢুকেই অবাক হলাম। প্রায় চার বিঘা জমি টিনদিয়ে ঘেরা হয়েছে। পূর্ব দক্ষিণ কোন প্রবেশ পথ। প্রবেশ পথ দিয়ে ঢুকলেই সামনে পড়বে একটা সাইন বোর্ড যাতে লেখা রয়েছে মালিকের নাম, গাছটির বয়স কতটুকু জায়গা রয়েছে গাছটি। সাইন বোর্ডের পেছনে একুট উত্তরে গাছটি। স্বাভাবিক একটি আম গাছ খুব একটা মোটা না। বিচিত্র হল গাছটির ৮/১০ ফিট উপর থেকে চারিদিকে ছাড়িয়ে পাড়ছে গাছের মোটা মোটা ডাল। যার মাথা গুলি প্রায় ১০০/১২৫ ফিট যাওয়ার পর আবার মাটিতে পড়ে উপরের দিকে উঠে এক একটা গাছের রূপ নিয়েছে। সুন্দর ঝাপুর ঝুপুর এক একটি গাছ। প্রতিটি গাছে আম ধরেছে প্রচুর। সূর্য পুরি আম সুন্দর সাইজ। পুরাতন গাছে এত সুন্দর আম সাধারনত হয় না। আসল গাছেও আম ধরেছে প্রচুর ৬০/৮০ হাজার টাকার আম বিক্রি হয় প্রতিবছর। উত্তর দিকে ঐ রকম ডালের সংখ্যা কম। ১০০/১৫০ ফিট নিচের দিকে নামছে। এই গাছটিরও বয়স ৫০/৬০ বছর। গ্রামের নাম হরিণামারি বালিয়া ডাঙ্গি। অনুন্নত এলাকা। অনেক দুরে দুরে বাড়ীঘর। এক দেড় কিলো উত্তর এবং পশ্চিম ভারত। গাছের মালিক বর্তমানে দুই ভাই কাবলা এবং সাইদুর।

এবার ফেলার পালা। আবার সবাই গাড়ীতে উঠলাম। গাড়ী ছুটলো ঠাকুরগাঁও দিকে। আবার শুরু হলো গান আর ছেকেন্দারের ডায়লগ। এবার একক গান পরিবেশন করে চলছে প্রভাত কর্মার। গান শুনছি আর ভাবছি গাছটির কথা। আল্লাহর কি অপুর্ব লিলা। গাড়ী ঢুকলো ঠাকুরগাঁও জেলা স্কুলে। এখন নামার পালা। গাড়ী থেকে নামলাম আর শুকুরিয়া জানালাম আল্লাহর দরবারে। তার একটা অপূর্ব সৃষ্টি দেখার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য।

ফিরে দেখা জাম্বুরী: পরিবহন স্বেচ্ছাসেবী দল

গত ০৪–১১ এপ্রিল, ২০১৪ নবম বাংলাদেশ ও প্রথম সানসো স্কাউট জাম্বুরী জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুরে অনুষ্ঠিত হয়। জাম্বুরী বাস্তবায়ন সম্পর্কীয় উপ কমিটিগুলোর মধ্যে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা উপ কমিটিও একটি অন্যতম কমিটি। যারা পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা উপ কমিটির সাথে কাজ করেছে। পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা উপ কমিটির নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ কাজ করেছে।

কমিটির সম্মানিত সদস্য ১৫ জন; রোভার স্বেচ্ছাসেবক ১৫ জন; বাংলাদেশ স্কাউটস এর গাড়ী চালক ০৫ জন; বিআরটিসি বাসের গাড়ী চালক ১০ জন; বিআরটিসি বাসের গাড়ীর মেকানিক্স ০৩ জন; বিআরটিসি বাসের হেলপার ১০ জন; পিডিবি এর গাড়ীর চালক ০১ জন সর্বমোট=৫৯ জন।

পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা উপ কমিটি জাম্বুরীর পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সহায়তা প্রদান করার জন্য মোট ০৬ টি সভা করে। এছাড়াও জাম্বুরী চলাকালে প্রতিদিন সমন্বয় মিটিং করা হয়। কমিটি জাম্বুরীতে ৬ ধরনের কাজ সম্পাদন করে।

(০১) ঢাকা শহরের সাতটি পয়েন্ট (সদরঘাট, এয়ারপোর্ট, গাজীপুর, নবীনগর, চন্দ্রামোড়, মৌচাক রেলওয়ে স্টেশন, মৌচাক বাস স্টেশন) এ আগত ইউনিটগুলোকে পরিবহনের ব্যবস্থা করে জাম্বুরীস্থলে আনা হয়। (০২) জাম্বুরীস্থলের ৩টি পয়েন্টে গাড়ীগুলো খালি করে ভ্যান গাড়ীর ব্যবস্থা করে তাবুতে পৌছানোর ব্যবস্থা করা হয়। (০৩) বিভিন্ন প্রোগ্রামে আমন্ত্রিত অতিথিদের প্রতিদিন আনা নেয়ার বিষয়ে সহায়তা প্রদান করা হয়। (০৪) অ্যাডভেঞ্চার-০৯ (আনন্দ ভ্রমণ) এর জন্য বিআরটিসি দ্বিতল বাস ভাড়া করে মৌচাক- নন্দন পর্যন্ত স্কাউটদের আনা নেয়ার বিষয়ে প্রতিদিন সহায়তা করা হয়। (০৫) আগত ইউনিটগুলোর গাড়ীর পার্কিং এর ব্যবস্থা করা হয়। (০৬) আগত ইউনিটগুলোকে বাড়ী ফেরার বিষয়ে সহায়তা প্রদান করা হয়।

পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা উপ কমিটি জাম্বুরীর পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কাজে যারা সহযোগিতা করেছি। বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্পোরেশন মৌচাক ট্রাক ও কার্গো স্ট্যান্ড কর্তৃপক্ষ। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটি এর ব্যয়ের বিবরন নিম্নে দেয়া হলো-

বাজেট বরাদ্দ ছিল = ১,৫১,২০০.০০ টাকা ব্যয় হয়েছে = ৬৫,৪২৬.০০ টাকা উদ্বৃত্ত হয়েছে=৮৫,৭৭৪.০০ টাকা। জাম্বুরীতে কাজ করতে যেয়ে কতগুলো বিষয় পরিলক্ষিত হয়েছে-

(০১) আগত ইউনিটগুলোর গাড়ীর

পার্কিং এর স্থায়ী জায়গা করা প্রয়োজন। (০২) আগত ইউনিটগুলোর গাড়ী লোড-আনলোড এর স্থায়ী জায়গা করা প্রয়োজন। (০৩) লোড-আনলোড এর জায়গা থেকে ভিলেজে ভ্যানের মাধ্যমে যাওয়ার ইন্টার লিংকড রোড করা প্রয়োজন। (০৪) মৌচাক স্কাউট উচ্চ বিদ্যালয়ের গেটের সামনের মোড়টা প্রশস্ত করা প্রয়োজন। (০৫) স্কাউট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে গো-ডাউন হয়ে আয়াছ আলী মার্কেট পর্যন্ত রাস্তাটি প্রশস্ত করা প্রয়োজন; (০৬) সেটল সার্ভিস প্রদানের জন্য বড় ২ টি বাস ক্রয় করা প্রয়োজন।

সুপারিশ: পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা উপ কমিটি কতগুলো সুপারিশ করেছে। (০১) আগত ইউনিটগুলোর গাড়ীর পার্কিং এর স্থায়ী জায়গা করা জন্য জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষন কেন্দ্রের আমবাগানকে ব্যবহার করা।

(০২) আগত ইউনিটগুলোর গাড়ী লোড-আনলোড এর স্থায়ী জায়গা করার জন্য ৩নং গেট ও আরও একটি গেট করে গেটদ্বয়ের আন্ত:লিংক নির্মাণ করা। (০৩) মাল্টিস্টোরেড বিল্ডিং নির্মান করে তার গ্রাউন্ড ফোর ও ১ম তলা গাড়ি পার্কিং এর বরাদ্দ রাখা যেতে পারে। (০৪) জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভিতরের রাস্তা প্রশস্ত করার জন্য বাংলাদেশ স্কাউটস থেকে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র লেখা যেতে পারে।

(০৫) জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সামনের রাস্তাটিও প্রশস্ত করার জন্য বাংলাদেশ স্কাউটস থেকে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র লেখা যেতে পারে। (০৬) কাব সম্প্রসারণ এবং স্কাউট প্রকল্প থেকে বরাদ্দ রেখে ২ টি বড় বাস ক্রয় করা যেতে পারে।

-অগ্রদূত ডেস্ক

বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ টেলিভিশনে 'অগ্রদূত অনুষ্ঠান'

বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রতিমাসের প্রথম ও তৃতীয় বুধবার নিয়মিতভাবে স্কাউটিং বিষয়ক অনুষ্ঠান 'অগ্রদূত' সম্প্রচারিত হচ্ছে। কাব, স্কাউট ও রোভারদের অংশগ্রহণে এ অনুষ্ঠানটি তৈরি করা হয়। যে কোন ইউনিট অগ্রদূত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারে।

নাচ, গান, আবৃত্তি, অভিনয় ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী ইউনিটগুলোর বাংলাদেশ স্কাউটস-এর জাতীয় সদর দপ্তর, ৬০ আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা-এই ঠিকানায় যোগাযোগ করে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারে। তবে মানসম্মত বিষয় বিবেচনা করে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হবে।

দলীয় বিষয়কে প্রাধান্য দেয়া হবে। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সমুদয় খরচ নিজ নিজ ইউনিট থেকে বহন করতে হবে।

প্রতি মাসের প্রথম ও তৃতীয় বুধবার বেলা ১২.১০ মিনিটে বাংলাদেশ টেলিভিশনে অনুষ্ঠানটি সম্প্রচার করা হয়।

বাংলাদেশ টেলিভিশনে স্কাউটিং-এর ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল করার সম্মিলিত প্রয়াসই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

সম্পাদক

করতোয়ার পাড়ে

মোঃ আব্দুর রহিম শিকদার

দেবীগঞ্জের করতোয়ার পাড়ে
ময়না মতির চর
স্কাউট, রোভার, ছেলে মেয়ে নেতায় ভরপুর
দো চালার কত শত ঘর
দো চালার সেই ঘরে
রান্না খাওয়া রাত যাপন করে।
খাওয়া শেষে তারা
কাজে হয় আত্মহারা
সারাদিন ধরে স্কাউট প্রোগ্রাম করে
বাঁশ ব্রীজের পশ্চিম পাড়ে
ফান এন্ড গেম খেলে
খয়ের বাগান গিয়ে
তাঁবু জলসা করে।
আশে পাশের গাঁয়ে
সমাজ সেবা করে।
বাংলা বান্ধা ঘুরে ফিরে
বাগানের ধারে
ভারতের ৭৪৪ নং সীমান্ত পিলার দেখে
খাওয়া দাওয়া করে।
ক্যাম্পে আসে ফিরে
যান বাহনে চড়ে।

মাছরাঙ্গা আর ঘুঘু পাখি

শাহী সবুর

মাছরাঙ্গা আর ঘুঘু পাখি বন্ধু দুইজন বটে,
মনের সুখে বাস করিত ভৈরব নদীর তটে।
বর্ষাকালে দেশে একদিন বন্যা দেখা দিল,
শুকনা জমিন যতছিল জলে ঢেকে নিল।
ঘুঘু পাখির নাইরে খাবার জীবন যাবার ভয়,
তিন দিন ধরে খায় না কিছু উপোষ করে রয়।
ঘুঘু পাখির কষ্ট দেখে মাছরাঙ্গা কয় তারে,
আমার খাবার খেয়ে বন্ধু বাঁচাও জীবনটারে।
মাছরাঙ্গার সেই খাবার খেয়ে ঘুঘু বাঁচায় প্রাণ,
ধীরে ধীরে বন্যার পানি সাগরে দেয় টান।
চর ভরিয়া গেল একদিন সবুজ শষ্য ফুলে,
মাছরাঙ্গা সেই বন্ধুর কথা ঘুঘু গেল ভুলে।
হঠাৎ একদিন মাছরাঙ্গা কয় কি হে ঘুঘু পাখি,
আমরা দুইজন বন্ধু ছিলাম ভুলে গেলে নাকি?
ঘুঘু বলে আমি কুলীন থাকি উঁচু ডালে,
তোমার আমার বন্ধুত্ব সে হয়নি কোন কালে।
তুমি হলে জলের পাখি জলের গন্ধ গায়,
তোমার সাথে মিসলে আমার জাতি কুলমান যায়।
মাছরাঙ্গা কয় শোন বন্ধু একটু মনে রেখ,
আবার তোমার বিপদ এলে আমায় তুমি ডেক।

ক্ষুদে বন্ধুদের আঁকা

নিয়ামুল হক (নিবিড়)
জিনিয়াস ওপেন
স্কাউট গ্রুপ

আব্দুল্লাহ আল রিফাত
চর বওলা সরকারি
প্রাথমিক বিদ্যালয়
৩য় শ্রেণি, রোল-৩
মাদারগঞ্জ, জামালপুর।

চিত্রে স্কাউট কার্যক্রম

এডাল্ট লিডারগণের বেসিক আইসিটি ট্রেনিং কোর্সে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

কাবিং প্রকল্পের জাতীয় মূল্যায়ন ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে ভ্রমণ।

কাবিং প্রকল্পের জাতীয় মূল্যায়ন ওয়ার্কশপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ওয়ার্কশপ পরিচালক জনাব মোঃ মাহমুদুল হক। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কক্সবাজার জেলা পরিষদ প্রশাসক, জেলা পরিষদ নির্বাহী কর্মকর্তা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), ওয়ার্কশপ প্রধান সমন্বয়কারী।

স্কাউট সংবাদ

দিনাজপুর অঞ্চল

স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স

বাংলাদেশ স্কাউটস, দিনাজপুর অঞ্চল এর ব্যবস্থাপনায় ২৩ মে ২০১৪ রংপুর বিভাগের জেলা প্রাথমিক ও উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণকে নিয়ে উপজেলা পরিষদ,সদর, দিনাজপুরে স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টশন কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মো: আব্দুর রহমান। কোর্স লিডারের দায়িত্বে ছিলেন মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন, লিডার ট্রেনার ও কোষাধ্যক্ষ বাংলাদেশ স্কাউটস, দিনাজপুর অঞ্চল। আরও উপস্থিত ছিলেন আঞ্চলিক সম্পাদক মো: মশিহুর রহমান চৌধুরী, আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (প্রোগ্রাম) মোঃ আরিফ হোসেন চৌধুরী, আঞ্চলিক উপকমিশনার (এক্সটেনশন স্কাউটিং) মোঃ আখতারুজ্জামান, আঞ্চলিক পরিচালক মোঃ সাইফুল ইসলাম এলটি ও মোঃ জামাল উদ্দীন সহকারী পরিচালক দিনাজপুর অঞ্চল। প্রশিক্ষক হিসাবে ছিলেন আঞ্চলিক প্রতিনিধি সিদ্দিকুর রহমান ও মোঃ আমিনুল ইসলাম এএলটি। উক্ত কোর্সে দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন ৮ টি জেলা ও ৫৮ টি উপজেলার ৩২ জন জেলা প্রাথমিক ও উপজেলা শিক্ষা অফিসার অংশগ্রহণ করেন। সহযোগিতায় ছিলেন জেলা রোভার সম্পাদক মোঃ জহুরুল হক ও দিনাজপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এর রোভার সুদিপ্ত রায় ও মোঃ কাওছার জাহান হৃদয়।

দিনাজপুর অঞ্চলের ওয়ার্কশপে বক্তব্য রাখছেন জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) মেজবাহ উদ্দিন ভূঁইয়া

৬ষ্ঠ আঞ্চলিক মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপ

বাংলাদেশ স্কাউটস এর পরিচালনায় দিনাজপুর অঞ্চলের তত্বাধানে ঠাকুরগাঁও -এ ৬ষ্ঠ আঞ্চলিক মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ওয়ার্কশপে প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ মেজবাহ উদ্দিন ভুঁইয়া, পিআরএস, জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম), বাংলাদেশ স্কাউটস। আরও উপস্থিত ছিলেন মুহাম্মদ জালাল-উদ-দীন, লিডার ট্রেনার ও কোষাধ্যক্ষ বাংলাদেশ স্কাউটস, দিনাজপুর অঞ্চল। আঞ্চলিক সম্পাদক মো: মশিহুর রহমান চৌধুরী, আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (প্রোগ্রাম) মোঃ আরিফ হোসেন চৌধুরী, আঞ্চলিক উপকমিশনার (এক্সটেনশন স্কাউটিং) মোঃ আখতারুজ্জামান, আঞ্চলিক পরিচালক মোঃ সাইফুল ইসলাম এলটি ও মোঃ জামাল উদ্দীন ও মোঃ লিয়াকত হোসেন সহকারী পরিচালক দিনাজপুর অঞ্চল। আঞ্চলিক প্রতিনিধি সিদ্দিকুর রহমান ও যুগ্ম সম্পাদক মোঃ আমিনুল ইসলাম এএলটি ,মোঃ ইউনুস এলটি,ও অতিথি হিসাবে ছিলেন জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার ঠাকুরগাঁও। ট্রেনার ও ট্রেনিস কর্মকর্তাসহ প্রায় ১০০জন উপস্থিত ছিলেন ।

খবরঃ রোভার সুদিপ্ত রায়
সিনিয়র রোভার মেট
দিনাজপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট রোভার স্কাউট গ্রুপ

কুড়িগ্রামের চিলামারীতে ত্রৈ-বার্ষিক কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত

গত ০৮ জুন ২০১৪ কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারীতে ত্রৈ-বার্ষিক কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি বাংলাদেশ স্কাউটস, চিলমারী উপজেলা আহসান হাবীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই কাউন্সিল সভায় মো. আশরাফুল ইসলাম কে উপজেলা কমিশনার নিয়োগের সুপারিশ করা হয়। সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত

মতে থানহাট এ ইউ উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক আওরঙ্গজেব চৌধুরী কে সম্পাদক এবং উপেন্দ্র নাথ দাসকে যুগ্ম-সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। বিপুল সংখ্যক কাউন্সিলের উপস্থিতিতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মহোদয় নব-গঠিত নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দকে অভিনন্দন জানান- এবং প্রত্যাশা করেন এই কমিটি উপজেলায় স্কাউট আন্দোলনকে বেগবান করবে। সভায় অন্যান্যদের মাঝে বক্তব্য রাখেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার প্রমুখ।

কুড়িগ্রামে জেলা মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

গত ২২ মে ২০১৪ তারিখে কুড়িগ্রাম জেলা স্কাউট ভবনে দিনব্যপী "জেলা মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শিক্ষা অফিসার কুড়িগ্রাম রোকসানা বেগম এই ওয়ার্কশপ উদ্বোধন করেন। ওয়ার্কশপে জেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে কমিশনার উপজেলা সম্পাদক উপজেলা কাব ও স্কাউট লিডার সহ জেলা থেকে সম্পাদক সহকারি কমিশনার সংগঠন, গার্ল-ইন-স্কাউট জেলা স্কাউট ও কাব লিডার সহ বিভিন্ন স্তরের স্কাউটার বৃন্দ। দিনব্যাপী এই ওয়ার্কশপ পরিচালনা করেন একে এম সামিউল হক এলটি, মো. আজিজুল ইসরাম এলটি, খন্দকার আলম এএলটি অতুল প্রসাদ সরকার এলটি, প্রমুখ। ওর্য়াকশপে গত বছরের প্রোগ্রাম, প্রশিক্ষণ, গার্ল-ইন-স্কাউট ও সাংগঠনিক বিষয়ে বাস্তবয়িত কর্মসূচীর মূল্যায়ন ও আগামী বছরের জন্য একটি ক্যালেন্ডার প্রনয়ন করা হয়।

কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরীতে কাব লিডার বেসিক কোর্স অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস, দিনাজপুর, অঞ্চলের পরিচালনায় নাগেশ্বরী উপজেলার ব্যবস্থাপনার এবং বাংলাদেশ স্কাউটস কুড়িগ্রাম জেলার সহযোগিতায় গত ১৪-১৮ মে ২০১৪ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ২৮তম কাব ইউনিট লিডার কোর্স। কোর্সে ৩৯ জন প্রশিক্ষনার্থী অংশ গ্রহণ করেন তন্মোধ্যে ১০ জন মহিলা ছিলেন। কোর্সটি পরিচালনা করেন খন্দকার খায়রুল আলম এএলটি। তাকে সহযোগিতা করেন একে এম সামিউল হক এলটি। আমিরুল হুদা এলটি, ফারুকজ্জাহান এলাহী ফারুক এএলটি, সেকেন্দার আলী এ এল টি, আব্দুল মালেক সরকার, আলম শফিউজ্জামান ও মো. ইউসুফ আলী প্রমুখ। কোর্সের মহাতাবু জলসা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ও সভাপতি বাংলাদেশ স্কাউটস, কুড়িগ্রাম জেলা। বিশেষ অতিথি ছিলেন আবুল কাশেম সরকার, চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ নাগেশ্বরী উপজেলা। মহাতাবু জলাস অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার নাগেশ্বরী আবু হায়াত মো. রহমাত উল্যাহ জেলা প্রশাসক এবিএম আজাদ প্রশিক্ষণাথী দের মাঝে সনদ পত্র বিতরণ করেন।

কুড়িগ্রামে জেলা সাংগঠনিক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

গত ১০ মে ২০১৪ বাংলাদেশ স্কাউটস, জেলা সাংগঠনিক ওয়ার্কশপ- ২০১৪, এতে কুড়িগ্রাম জেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে সম্পাদক উপজেলা স্কাউট লিডার, উপজেলা কাব লিডার ও উপজেলা স্কাউট কমিশনার গন। জেলা স্কাউটস থেকে জেলা স্কাউটসের সম্পাদক, সহকারী কমিশনার (সংগঠন), জেলা কাব লিডার জেলা স্কাউট লিডার প্রতিশ্রুতিশীল মহিলা উড ব্যাজার, সি এলটি সম্পন্নকারী সহ জেলা স্কাউটস এর নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

সাংগঠনিক ওয়ার্কশপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শুভ উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক কুড়িগ্রাম জনাব এবিএম আজাদ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা শিক্ষা অফিসার কুড়িগ্রাম রোকসানা বেগম। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা স্কাউট সম্পাদক খন্দকার খায়রুল আলম।

ওয়ার্কশপ পরিচালনা করেন জনাব একে এম সামিউল হক এলটি। তাকে সহযোগিতা করেন আজিজুল ইসলাম এলটি। মো. শাহবুদ্দিন এলটি। ওয়ার্কশপে প্রায় ৩৫ জন স্কাউটার অংশ গ্রহণ করেন।

কুড়িগ্রামে স্কাউট শাখার স্কীল কোর্স অনুষ্ঠিত

গত ২২-২৫ জুন ২০১৪ বাংলাদেশ স্কাউটস এর তত্ত্বাবধানে দিনাজপুর প্রকল্পের পরিচালনায় এবং কুড়িগ্রাম জেলা স্কাউটস এর ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ৬০তম স্কাউট লিডার স্কীল কোর্স।

কুড়িগ্রাম জেলা স্কাউট ভবন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এই কোর্স উদ্বোধন করেন কোর্স পরিচালক জনাব মোঃ শাহাবুদ্দিন এলটি, কোর্স লিডারকে সহায়তা করেন জনাব সামিউল হক এলটি, মোঃ আজিজুল ইসলাম এলটি, আমিরুল হুদা এলটি, শফিকুল আলম এলটি, নকল চন্দ্র রায় এলটি, দীপক চন্দ্র সরকার এ.এলটি, এ্যাডভোকেট মহব্বত-বিন-খন্দকার এনটিসি, মশিউর রহমান এবং আব্দুল আন্নান।

কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষনার্থীদের মাঝে সনদ পত্র বিতরণ করেন বাংলাদেশ স্কাউটস, কুড়িগ্রাম ভোলার সম্মানিত সভাপতি এবং জেলা প্রশাসক জনাব এবিএম আজাদ।

স্কীল কোর্সে মোট ৪১ জন প্রশিক্ষনার্থী অংশগ্রহণ করেন তারমধ্যে ০৭জন মহিলা প্রশিক্ষনার্থী অংশ নেন।

সংবাদ প্রেরকঃ খন্দকার খায়রুল আলম
এএলটি, কুড়িগ্রাম

চট্টগ্রাম অঞ্চল

কক্সবাজার চতুর্থ জেলা কাব ক্যাম্পুরী

চতুর্থ জেলা কাব ক্যাম্পুরী অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক ও জেলা স্কাউটস সভাপতি মোঃ রুহুল আমিন বলেছেন।

আজকের দিনের শিশুদের যোগ্য মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে স্কাউটিং এর বিকল্প নেই।

৫ দিন ব্যাপী চতুর্থ জেলা কাব ক্যাম্পুরী ২২-২৬ ফেব্রুয়ারী কক্সবাজার সৈকত বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। কক্সবাজার জেলা স্কাউটের সহ সভাপতি ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (ক্রিয়া আইসিটি) এ এফ এম আলাউদ্দিন খান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক ও জেলা স্কাউটের সভাপতি মো: রুহুল আমিন। তিনি বলেন আজকের যারা শিশু তারাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাদের যোগ্য মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে স্কাউট অনন্ত ভূমিকা পালন করতে পারে। তাই তাদের স্কাউটের নীতি মেনে চলে এগিয়ে যেতে হবে। এই জন্য আমরা যারা স্কাউটের সাথে সম্পৃক্ত আছি তাদের বিশেষ ভূমিকা পালন করতে হবে। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা স্কাউটস সম্পাদক ফরিদুল আলম, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কোষাধ্যক্ষ তপন কুমার শরমা, চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিচালক মো: আবু ছালেক বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা শিক্ষা অফিসার মো: জসিম উদ্দিন, প্রাথমিক জেলা শিক্ষা অফিসার রিটন কুমার বড়ুয়া, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার শহীদুল ইসলাম, জেলা স্কাউটস কমিশনার এড ফরিদুল আলম, সভাপতির বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এ এফ এম আলাউদ্দিন খান। এর আগে জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে পতাকা উত্তোলন করেন অতিথিবৃন্দ। এর পরই বেলুন ও কবুতর উড়িয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক মো: রুহুল আমিন। ক্যাম্পুরীতে প্রায় ৪০ টি দল অংশ গ্রহণ করেছেন। অনুষ্ঠান উদ্বোধনের পর পরই বিপি দিবস উপলক্ষ্যে স্কাউটদের সমন্বয়ে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালিবের হয়ে প্রধান সড়ক প্রদর্শন করে।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জেলা স্কাউটের সহকারী কমিশনার ও কক্সবাজার কেজি এন্ড মডেল হাই স্কুলের শিক্ষক বিল্লব কান্তদি।

খবরঃ ফারুখ আজম

অগ্রদূত জেলা সংবাদদাতা, কক্সবাজার

স্কাউট সম্প্রসারণে সকলকে মিলিতভাবে কাজ করার আহবান - জেলা প্রসাশক, চট্টগ্রাম

নবাগত জেলা প্রশাসক মেজবাহ উদ্দিন ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোহাম্মদ ইলিয়াছ হোসেন কে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ স্কাউটস চট্টগ্রাম জেলার ব্যবস্থাপনায় জেলা নির্বাহী কমিটির সভা জেলা প্রশাসক সম্মেলন কক্ষ চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক মেজবাহ উদ্দিন, সভায় অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তদের সংবর্ধনা ও সনদ বিতরণ করা হয়। অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তরা হলেন সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার জহির উদ্দিন চৌধুরী, বোয়ালখালীর সম্পাদক জানে আলম, ইউনিট লিডার আলহাজ্ব এম মুছিবুর রহমান বাবুল, রাউজানের সম্পাদক আশিষ বৈদ্য, স্কাউট লিডার মাঈনুল ইসলাম, ইউনিট লিডার লক্ষী রানী বৈদ্য প্রমূখ। সভায় নবনির্বাচিত উপজেলা কমিশনার ও সম্পাদকদের ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করে জেলা প্রশাসক। সভায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জনাব মোহাম্মদ ইলিয়াছ হোসেন স্কাউটিং সম্প্রসারণে তার সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। জেলা প্রশাসক চট্টগ্রামের ঐতিহ্য ধরে রাখার জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করার আহবান জানান। সভায় উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি অধ্যক্ষ আবু তাহের, প্রদীপ কুমার পাল, কোষাধ্যক্ষ ধনলাল মুহুরী, প্রকৃতি রঞ্জন দত্ত কমিশনার বাংলাদেশ স্কাউটস চট্টগ্রাম জেলা, পরেশ চন্দ্র বর্মন সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস চট্টগ্রাম অঞ্চল, এস.এম. ফারুক উদ্দিন, মোঃ সোলায়মান, লায়ন শেখর দত্ত, প্রণব কুমার ভট্টাচার্য্য, পরিমল বড়ুয়া, সেলিম উদ্দিন, সহকারী জেলা কমিশনার বাংলাদেশ স্কাউটস চট্টগ্রাম জেলা, আনন্দ কুমার বড়ুয়া, আকতার হোসেন, অরুণ কুমার মিত্র, পিযুস দে, ফেরদৌস আক্তার, হাবিবুর রহমান প্রমূখ। সভা সঞ্চালনা করেন এস.এম. শাহনেওয়াজ আলী মির্জা, সম্পাদক বাংলাদেশ স্কাউটস চট্টগ্রাম জেলা। জেলা প্রশাসক উপজেলা, জেলা, অঞ্চল ও জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন পক্ষের সাথে সু-সমন্বয়ের মাধ্যমে স্কাউটিং কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও বিভিন্ন পর্যায়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের স্কাউটিং কার্যক্রমে অনুপ্রাণিত করার কতিপয় উল্লেখযোগ্য দিক নির্দেশনামূলক পরামর্শ প্রদান করেন।

খবর প্রেরক: এস.এম. শাহনেওয়াজ আলী মির্জা

সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস চট্টগ্রাম জেলা

এয়ার অঞ্চল

আঞ্চলিক মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপ

বাংলাদেশ স্কাউটস, এয়ার অঞ্চল এর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় এয়ার আঞ্চলিক মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপ বিএএফ শাহীন কলেজ, তেজগাঁও, ঢাকায় গত ২৯-৩০ মে ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ার্কশপে ৫ জন স্টাফ, ৬ টি এয়ার জেলার সম্পাদকসহ মোট ২৮জন অংশগ্রহণ করেন। ওয়ার্কশপের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় উপ কমিশনার (সংগঠন) জনাব মুন্সী শাহাবুদ্দীন আহাম্মদ, এয়ার আঞ্চলিক কমিশনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন কাজী আবদুল মঈন, সম্পাদক স্কোয়াড্রন লিডার মো: আসাদুজ্জামান ও সহকারী পরিচালক জনাব মো: হামজার রহমার শামীম। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে জাতীয় উপ কমিশনার (সংগঠন) জনাব মুন্সী শাহাবুদ্দীন আহাম্মদ বলেন- স্কাউটিংকে গতিশীল করতে হলে নিয়মিত প্যাক, ট্রুপ, ক্রু মিটিং নিয়মিত করতে হবে এবং ইউনিট লিডারদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এয়ার আঞ্চলিক কমিশনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন কাজী আবদুল মঈন বলেন- ধীরে ধীরে এয়ার জেলা স্কাউট এর সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ২য় জাতীয় আইসিটি

ক্যাম্প এ ১ম স্থান অধিকারী এয়ার অঞ্চলের ১১ জনকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। মাল্টিপারপাস এর দ্বিতীয় দিনে প্রশিক্ষণ বিভাগের পক্ষে কথা বলেন জাতীয় উপ কমিশনার (প্রশিক্ষন) মো: আমিমুল এহসান খান পারভেজ এবং প্রোগ্রাম বিভাগের পক্ষে কথা বলেন জাতীয় উপ কমিশনার (প্রোগ্রাম) মো: জামাল হোসেন। ২ দিনের মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপে গত ২০১৩-২০১৪ সালের বাস্তবায়িত কর্মসূচির মূল্যায়ন করা হয় এবং আগামী ২০১৪-২০১৫ সালের প্রস্তাবিত বার্ষিক কর্মসূচির ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করা হয়। ওয়ার্কশপের সমাপনী অনুষ্ঠানে এয়ার আঞ্চলিক কমিশনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন কাজী আবদুল মঈন যথাসময়ে প্রস্তাবিত কর্মসূচি বাস্তবায়িত করা যাবে -এই আশা ব্যক্ত করে সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বাংলাদেশ স্কাউটস এয়ার অঞ্চল

বাংলাদেশ স্কাউটস, এয়ার অঞ্চলের পরিচালনায় ও বাংলাদেশ স্কাউটস, চট্টগ্রাম জেলা এয়ার এর ব্যবস্থাপনায় ১৪-১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত বিএএফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম, বিমান বাহিনী ঘাটি জহুরুল হক চট্টগ্রাম এ বাংলাদেশ স্কাউটস, এয়ার অঞ্চলের ১ম আঞ্চলিক স্কাউট সমাবেশ ও আঞ্চলিক কাব ক্যাম্পুরী বাস্তবায়ন করা হয়। বাংলাদেশ স্কাউটসের চর্তুবার্ষিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ সমাবেশ ও কাব ক্যাম্পুরী অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রোগ্রাম বিভাগ কর্তৃক আঞ্চলিক স্কাউট সমাবেশ ও আঞ্চলিক কাব ক্যাম্পুরীর জন্য প্রদত্ত প্রোগ্রাম সূচী অনুযায়ী এ কর্মসূচী বাস্তবায়িত হয়।

গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখ সকাল সাড়ে ১০টায় ঘটিকায় সমাবেশ ও কাব ক্যাম্পুরীর উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সমাবেশ কাব ক্যাম্পুরীর উদ্বোধন ঘোষনা করেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন মোঃ বদরুল আমিন, এএফবিউসি, পিএসসি কমিশনার বাংলাদেশ স্কাউটস, চট্টগ্রাম জেলা এয়ার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর অংশগ্রহণকারী স্কাউট ও কাব

স্কাউটদের নিয়ে পৃথকভাবে সমাশে ও কাব ক্যাম্পুরী প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করা হয়। ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখ সন্ধ্যায় ঘটিকায় সমাবেশ ও কাব ক্যাম্পুরীর মহাতাঁবু জলসা ও সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ ও ক্যাম্পুরী এরিনায় খোলা আকাশের নীচে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এয়ার অফিসার কমান্ডিং এয়ার কমডোর মোঃ হুমায়ুন কবীর, এনডিসি পিএসসি, সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, চট্টগ্রাম জেলা এয়ার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন কাজী আবদুল মঈন, পরিচালক শিক্ষা পরিদপ্তর। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী সদর দপ্তর ঢাকা ও কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস, এয়ার অঞ্চল। মহাতাবু জলসা শেষে অংশগ্রহণকারী স্কাউট ও কাব স্কাউটদের মাঝে পুরস্কার ও সনদ বিতরণের পর প্রধান অতিথি আনুষ্ঠানিকভাবে সমাবেশ ও কাব ক্যাম্পুরীর সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

পাঁচদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত ও সমাবেশ কাব ক্যাম্পুরীতে এয়ার অঞ্চলের ছয়টি জেলা থেকে ১২টি স্কাউট দলের ৯৫ জন স্কাউট ছেলে মেয়ে ০৬টি কাব স্কাউটদের ৪৬জন কাব বালক বালিকা, ১৫ জন ইউনিট লিডার এবং ১৮ জন কর্মকর্তাসহ সর্বমোট ১৭৪জন অংশগ্রহণ করেন। স্কাউট ও কাবেরা পৃথকভাবে তাদের জন্য নির্ধারিত সিডিউল অনুযায়ী প্রত্যেকটি কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে ইউনিট লিডার ও কর্মকর্তা বৃন্দ তাদের এ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণে সহায়তা করেছেন। বাংলাদেশ স্কাউটস এয়ার অঞ্চলে প্রথম বারের মত আয়োজিত ও সমাবেশ ও কাব ক্যাম্পুরীতে অংশগ্রহণ করে এয়ার অঞ্চলের স্কাউট ও কাবেরা আনন্দ লাভের পাশাপাশি সমাবেশ ও কাব ক্যাম্পুরী সম্পর্কে বেশ ধারণা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। এতে স্কাউট ও কাবদের প্রভুত উপকার হয়েছে।

খবর প্রেরক: মোঃ আসুদজ্জামান

কয়েকটি স্থানে মত বিনিময় সভা

বাংলাদেশ স্কাউটস এর ব্যবস্থাপনায় ও বাংলাদেশ স্কাউটস, এয়ার অঞ্চলের পরিচালনায় এয়ার আঞ্চলিক সাংগঠনিক মতবিনিময় (উদ্বুদ্ধকরণ) সভা বিএএফ শাহীন কলেজ, তেজগাঁ, ঢাকায় গত ৫ জুন ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আঞ্চলিক কর্মকর্তা ৫ জন, ৬ টি এয়ার জেলার সম্পাদক, ঢাকার বিএএফ শাহীন কলেজ এর অধ্যক্ষগণ, মুক্তদলের সভাপতিগণ ও ঢাকার বিভিন্ন ইউনিটের ইউনিট লিডারগন সহ মোট ২৪ জন উপস্থিত ছিলের। সভার প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত থেকে উদ্বোধন ঘোষনা করেন আঞ্চলিক কমিশনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন কাজী আব্দুল মঈন। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আঞ্চলিক সম্পাদক স্কোয়াডন লিডার মোঃ আসাদুজ্জামান, শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ স্কাউটসের উপ পরিচালক জনাব লতিফ উদ্দীন আহাম্মদ এবং সভা পরিচালনা করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ হামজার রহমান শামীম। উদ্বোধনকালে আঞ্চলিক কমিশনার বলেন- এয়ার স্কাউটিং গতিশীল করার জন্য আপনাদের অবদান অপরিসীম। আপনাদের কোন সহযোগিতা প্রয়োজন হলে আমাকে জানাবেন। আমি সর্বোচ্চ সহযোগিতা প্রদান করবো। সারাদিনব্যাপী এ প্রোগ্রামের সেশন পরিচালনা করেন উপ পরিচালক জনাব লতিফ উদ্দীন আহাম্মদ এবং সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ হামজার রহমান শামীম। এয়ার স্কাউট আঞ্চলিক সংগঠনকে শক্তিশালী করার বিষয়ে উন্মুক্ত আলোচনায় নেতৃত্ব দেন আঞ্চলিক সম্পাদক স্কোয়াডন লিডার মোঃ আসাদুজ্জামান।

বাংলাদেশ স্কাউটস এর ব্যবস্থাপনায় ও বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা জেলা এয়ার এর পরিচালনায় সাংগঠনিক মতবিনিময় (উদ্বুদ্ধকরণ) সভা বিএএফ শাহীন কলেজ, তেজগাঁ, ঢাকায় গত ০১ জুন ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় আঞ্চলিক কর্মকর্তা ২ জন, এয়ার জেলার ৩ জন কর্মকর্তা, বিএএফ শাহীন কলেজ এর অধ্যক্ষগণ, মুক্তদলের সভাপতিগণ ও ঢাকার বিভিন্ন ইউনিটের ইউনিট লিডারগন

সহ মোট ২১ জন উপস্থিত ছিলেন। সভায় প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত থেকে উদ্বোধন ঘোষনা করেন জেলা সম্পাদক স্কোয়াডন লিডার মোঃ লুৎফুল ইনাম। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ হামজার রহমান শামীম , সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ স্কাউটসের উপ পরিচালক জনাব লতিফ উদ্দীন আহাম্মদ। মতবিনিময় সভায় ১ম আইসিটি ক্যাম্পে ১ম স্থান অধিকারী ঢাকা জেলা এয়ারের ইউনিট কে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। প্রতিটি ইউনিটের তথ্য নিয়মিত আপডেট করার আহবান জানিয়ে মতবিনিময় সভার সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

বাংলাদেশ স্কাউটস এর ব্যবস্থাপনায় ও বাংলাদেশ স্কাউটস, যশোর জেলা এয়ার এর পরিচালনায় সাংগঠনিক মতবিনিময়(উদ্বুদ্ধকরণ) সভা বিএএফ শাহীন কলেজ, যশোরে গত ০৩ জুন ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় । সভায় যশোর জেলা এয়ারের ৩ জন কর্মকর্তা, বিএএফ শাহীন কলেজ এর অধ্যক্ষ, মুক্তদলের সভাপতিগণ ও বিভিন্ন ইউনিটের ইউনিট লিডারগন সহ মোট ২৩ জন উপস্থিত ছিলের। সভায় প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত থেকে উদ্বোধন ঘোষনা করেন জেলা সম্পাদক ফ্লাঃ লেঃ গাজী সালাহ উদ্দীন। শিডিউল অনুযায়ী সারাদিনব্যাপী মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি ইউনিট থেকে অন্তত পক্ষে ২ জন করে শাপলা ও পিএস অ্যাওয়ার্ডধারী তৈরী করার আহবান জানিয়ে মতবিনিময় সভার সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

রোভার অঞ্চল

ফরমালিন যুক্ত ফল বর্জন

শ্রীমঙ্গল সরকারি কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ এর রোভার ও গার্ল-ইন রোভার দের উদ্যোগে আবহমান বাংলার ঐতিহ্য কে বুকে লালন করে বাংলার জ্যৈষ্ঠ মাস / মধু মাসে "আম, জাম, কাঠাল, লিচু- মৌসূমী ফল খেতে হবে কিছু কিছু " এই স্লোগান কে সামনে রেখে গত ১৮ জুন ২০১৪ তারিখে শ্রীমঙ্গল সরকারি কলেজ রোভার স্কাউট ডেনে প্রথম বারের মত আয়োজন করছে " মৌসূমী ফল উৎসব ২০১৪"। বাংলার এ সময় ফলের গাছ-গাছালি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ফলে পরিপূর্ন থাকে। ফলের মিস্টি গন্ধ বাতাসে বেড়ায়। এই সময় টা হচ্ছে মৌসূমী ফলের মাস। মৌসূমী ফলের স্বাদ গ্রহণ করার লক্ষে ও ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় ফলের সাথে পরিচিত লাভের আশায় এই ফল উৎসবের আয়োজন করা হয়। সকাল ১০ টার সময় রোভার স্কাউট লিডার আবু ইউসুফ মোঃ সাজ্জাদ আলী স্কাউট পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে ও গ্রুপ সভাপতি জনাব আবুল কালাম আজাদ এর উপস্থিতিতে মৌসুমী ফল উৎসব ২০১৪ এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক পরিষদ এর সাধারন সম্পাদক সুদর্শন শীল,মৌলভীবাজার জেলা রোভার সিনিয়র রোভার মেট প্রতিনিধি মোঃ আল জুবায়ের সহ অত্র কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকা মন্ডলি। গ্রুপ সভাপতি বক্তব্যে রোভার ও গার্ল-ইন-রোভারদের এই কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ধন্যবাদ জানান এবং ভবিষতে এ রকম প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের জন্য সব রকম সহায়তার আশ্বাস দেন। শিক্ষক পরিষদ এর সাধারন সম্পাদক বক্তব্যে বলেছেন কার্যক্রম কে শ্রীমঙ্গল সহ সারা বাংলাদেশে প্রচার করতে এবং ফরমালিন মুক্ত ফল বিক্রি করতে ব্যবসায়িদের সচেতন করে তুলতে রোভারদের প্রতি আহবান জানান।

গ্রুপ সম্পাদক ও রোভার স্কাউট লিডার আবু ইউসুফ মোঃ সাজ্জাদ আলী এই কার্যক্রম কে স্বাগত জানান এবং ফল হচ্ছে বেহেস্তের নিয়ামত সুস্থ থাকার জন্য ফল খেতে হয় বলে আখ্যায়িত করেন। তবে বর্তমানে বাজার এর যা অবস্থা ফরমালিন এর ভয়ে মানুষ ফল খাওয়া থেকে বিরত থাকায় তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং আর এক সঙ্গে এত গুলো ফল বাজারেও চোখে পড়েনা তাই রোভার দের এই সমাজ উন্নয়ন মূলক কাজ কে আরো বেশি অগ্রসর করে তুলতে দিক নির্দেশনা মুলক বক্তব্য রাখেন। বক্তব্য পর্ব শেষে সকলে মিলে মৌসুমী ফল উৎসবে প্রদর্শন কৃত ফল গুলো পরিদর্শন করেন এসময় রোভার ও গার্ল ইন রোভার বৃন্দ অতিথি দের ফলের সাথে পরিচিত করিয়ে দেয় এবং এদের গুনাগুন সম্পর্কে অবহিত করেন। পরিদর্শন শেষে শ্রীমঙ্গল সরকারি কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ এর গার্ল ইন রোভার সিনিয়র রোভার মেট হামিমা ইয়াছমিন গ্রুপ সভাপতি আবুল কালাম আজাদ কে জাতীয় ফল কাঠাল খাইয়ে দিয়ে ফল খাওয়া শুরু করেন। এই ফল উৎসবে আম, জাম, লটকন, লিচু, জাম্বুরা, কাঠাল, পাকা পেপে, আনারস, সহ দেশীয় ১৮ টি ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির ফল প্রদর্শন করে। সকাল ১০টা থেকে শুরু হওয়া মৌসুমি ফল উৎসব চলে ২টা পর্যন্ত। পরে রোভার ও গার্ল ইন রোভার দের সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় একক নৃত্য, দলীয় নৃত্য, কবিতা আবৃতি ও কবিতা পাঠ পরিবেশন করা হয়। প্রোগ্রামের শেষের দিকে উপস্থিত সকলের মাঝে ফল বিতরন ও পরিবেশন করা হয়।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিল মৌলভীবাজার সরকারি কলেজ, রাজনগর ডিগ্রি কলেজ ও দ্বারিকা পাল মহিলা ডিগ্রি কলেজের রোভার স্কাউট গ্রুপের রোভার ও গার্ল-ইন-রোভার বৃন্দ। এছাড়া শ্রীমঙ্গল সরকারি কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ এর সিনিয়র রোভার মেট আরিফুল ইসলাম, গার্ল -ইন-রোভার এর সহ কারি সিনিয়র রোভার মেট মভি সূত্রধর, ক্রু-কাউন্সিলের সম্পাদক আমিনুল ইসলাম সহ অত্র কলেজে এর সাবেক ও বর্তমান রোভার ও গার্ল -ইন-রোভাররা উপস্থিত ছিলেন।

পরিশেষে ফরমালিন যুক্ত ফল বর্জন করার অঙ্গিকার নিয়ে শেষ হয় শ্রীমঙ্গল সরকারি কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ এর রোভার ও গার্ল-ইন-রোভারদের উদ্যোগে আয়োজিত ১ম মৌসুমি ফল উৎসব।

লেখক ঃ আরিফুল ইসলাম
মৌলভীবাজার জেলা সংবাদদাতা

আঞ্চলিক ট্রেনাস কনফারেন্স ও অষ্টাদশ মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপ

বাংলাদেশ স্কাউটস, রোভার অঞ্চলের পরিচালনায় গত ২৩-২৬ মে ২০১৪ রোভার স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বাহাদুরপুর, গাজীপুর এ আঞ্চলিক ট্রেনাস কনফারেন্স ও অষ্টাদশ মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ওয়ার্কশপে প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, প্রধান জাতীয় কমিশনার ও সিনিয়র সচিব প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা, প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর ডঃ হারুন-অর- রশিদ, সভাপতি বাংলাদেশ স্কাউটস, রোভার অঞ্চল ও ভাইস চ্যান্সেলর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর,এছাড়াও রোভার অঞ্চলের সম্পাদক মোঃ মনিরুজ্জামান, ড. আরেফিনা বেগম এলটি সহ লিডার ট্রেনার, জেলা রোভার সম্পাদক, জেলা রোভার কমিশনার, রোভার কর্মকর্তাসহ প্রায় ১০০জন উপস্থিত ছিলেন।

খবরঃ রোভার সুদিপ্ত রায়
সিনিয়র রোভার মেট
দিনাজপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট রোভার স্কাউট গ্রুপ

পঞ্চগড়ে গ্রুপ সভাপতি ওয়ার্কশপ

গত ৩১ শে মে ২০১৪ শনিবার অনুষ্ঠিত হল পঞ্চগড় জেলা রোভার স্কাউটের উদ্যোগে দিন ব্যাপি গ্রুপ সভাপতি ওয়ার্কশপ। উক্ত জেলার রোভার গ্রুপ সভাপতি ওয়ার্কশপে সভাপতিত্ব করেন জনাব, মেহেদি হাসান বাবলা কমিশনার বাংলাদেশ স্কাউট পঞ্চগড় জেলা। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ সালাউদ্দীন জেলা প্রশাসক ও বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন জনাব আবু বক্কর ছিদ্দিক জেলা প্রশাসক পরিষদ পঞ্চগড়। আলোচ্য বিষয়ের উপর নির্ভর করে জেলা পরিষদের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ওয়ার্কশপে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন কলেজ ও কলেজ সমমানের মাদ্রাসা গুলোর অধ্যক্ষ মহাদয়গণ ওয়ার্কশপটিতে প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউট রোভার অঞ্চলের উপ-কমিশনার জনাব আরফিনা বেগম। তাকে সর্বাত্বক ভাবে সহযোগিতা করেন ফুটকীমারি স্কুল এন্ড কলেজের আর এস এল ও পঞ্চগড় জেলার সহ সম্পাদক মোঃ ইমদাদুল হক। আলোচ্য ওয়ার্কশপে রোভারদের উন্নতি, গ্রুপ তৈরী, ক্রমিটিং, পদন্নোতি, ইউনিটের কার্যক্রম সহ বিভিন্ন দিক সমুহ তুলে ধরা হয়। দিনটিকে তিন সেশনে বিভক্ত করে সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে পরিচালনা করা সার্বিক সহযোগিতায় জেলা প্রশাসক বলেন এতগুলো গ্রুপ সভাপতি অধ্যক্ষ দেখে আমি খুবই আনন্দিত। আমি আমার ছাত্র জীবনে স্কাউট করতে পারিনি কিন্তু বর্তমানে এমন একটি আন্দোলনের সাথে জড়িত হতে পেরে আমি খুব উৎফুল্লবোধ করছি। তাই আমি মনে করি যে, আন্দোলনের আলোক গতি ত্বরান্বিত করা হোক। সেই সাথে তিনি আরো বলেন আমার যে সকল ভাই-বোনেরা মনে প্রাণে স্কাউট করে তাদের দ্বারা দেশ ও সমাজের ক্ষতি হতে পারে না। তিনি তার বক্তব্যে রোভার স্কাউট এর উপর আরো বেশি করে জোর দেয়ার কথা বলেন। সার্বিক সহযোগিতা করেন আব্দুল কাদের সম্পাদক পঞ্চগড় জেলার রোভার স্কাউট হোসেন মিয়া, ছাইফুল আহম্মেদ, মকবুল হোসেন, আর এস এল মকবুলার রহমান সরকারি কলেজ, আবু বাকের, ডি আর এস এল ও আর এস এল দেবীগঞ্জ কলেজ এবং রোভার ও গার্ল ইন রোভার বৃন্দ।

খবরঃ মোঃ ফজলুল হক
অগ্রদূত জেলা সংবাদদাতা

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে রোভার স্কাউটসদের প্রথম দীক্ষা গ্রহণ

গত ১৯ শে মে ২০১৪ তারিখে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে রোভার স্কাউটদের প্রথম দীক্ষা গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। একজন নবাগত রোভার তার রোভার সিলেবাস অনুসারে কাজ করার পরে দীক্ষা গ্রহনের মাধ্যমে স্কাউট জীবনে প্রবেশ করে। দীক্ষা অনুষ্ঠানে নবাগত স্কাউটদের ব্যাজ পরিয়ে দেন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের রোভার স্কাউট লিডার মোঃ আরিফ হোসেন ও দিলআফরোজ খানম তানিয়া এবং স্কার্ফ পরিয়ে নবাগত রোভারদের বরণ করে নেন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপের সম্মানিত সভাপতি, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস- চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোঃ হারুনর রশীদ খান। দীক্ষা গ্রহণ অনুষ্টান শেষে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কনফারেন্স রুমে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ স্কাউট রোভার অঞ্চল বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের রোভার স্কাউট গ্রুপের সভাপতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোঃ হারুনর রশীদ খান। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কলা ও মানবিক অনুষদের ডিন ইংরেজী বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মোঃ মুহসিনউদ্দিন, গ্রুপ সম্পাদক মো: আরিফ হোসেন ও সম্পাদক দিল আফরোজ খানম তানিয়া, রেজিষ্টার মো: মনিরুল ইসলাম। অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা রোভার স্কাউট এর সম্পাদক অধ্যক্ষ এস এম তাইজুল ইসলাম, জেলা রোভারের যুগ্ম সম্পাদক মোঃ রফিকুল ইসলাম নামের জামাল ও রুবিনা আক্তার মোঃ আকুর রহমান, গ্রুপ সভাপতি নবাগত ৩৬ জন রোভারকে তাদের স্কাউটের প্রতিজ্ঞা ও আইনের আলোকে জীবন গড়ার আহ্বান জানান। প্রথমে বাংলা বিভাগের ছাত্র রোভার মো: জহুরুল ইসলামে নেতৃত্বে ৪ নবাগত রোভারের দীক্ষার জন্য উপস্থাপনা করেন। পরে আরও চারটি উপদলের দীক্ষা গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। দীক্ষা অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন গ্রুপ সম্পাদক মোঃ আরিফ হোসেন ও দিল আফরোজ খানম তানিয়া।

রাজশাহী বিভাগীয় সিনিয়র রোভারমেট প্রতিনিধি নির্বাচন অনুষ্ঠিত

রাজশাহী বিভাগীয় সিনিয়র রোভারমেট প্রতিনিধি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৪ জুন ২০১৪ শনিবার রাজশাহী কলেজ অডিটরিয়ামে রাত ৯টায় এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ স্কাউটস রাজশাহী অঞ্চলের পরিচালনায় ও রাজশাহী জেলা রোভারের সহযোগিতায় বাংলাদেশ স্কাউটসএর গঠনতন্ত্রের ৫৬ ধারার উপধারা মোতাবেক উক্ত বিভাগীয় সিনিয়র রোভার মেট প্রতিনিধি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী জেলা রোভারের কমিশনার প্রফেসর মোঃ আবু তালেব সরকার (এল টি) ও বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের ফিল্ড অফিসার গোলাম মাসুদ এর উপস্থিতিতে গোপন ব্যালটে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে পাবনা সরকারি এ্যাডওয়ার্ড কলেজের সিনিয়র রোভার মেট রোভার মোঃ ইমরান হোসেন ৪৩ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি রাজশাহী পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট এর মোঃ নাঈম পায় ৩৮ ভোট পায়। রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন কলেজের ৮১ জন সিনিয়র রোভার মেট তাদের ভোটাধিকার প্রদান করেন। এই সিনিয়র রোভার মেট পরবর্তী ১ বছর তার দায়িত্ব পালন করবে।

রাজশাহী বিভাগীয় সমাজ উন্নয়ন এ্যাওয়ার্ড ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের পরিচালনায় ও রাজশাহী জেলা রোভারের সহযোগিতায় রাজশাহী বিভাগীয় সমাজ উন্নয়ন এ্যাওয়ার্ড ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৫ জুন সকাল ৯ টায় রাজশাহী কলেজ অডিটরিয়ামে এই ওয়ার্কশপ উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি রাজশাহী কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ প্রফেসর হবিবুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী জেলা রোভারের কমিশনার প্রফেসর মোঃ আবু তালেব সরকার (এল টি), সম্পাদক ড. মোঃ ইলিয়াস উদ্দিন, সিরাজগঞ্জ জেলা রোভারের সম্পাদক সামসুল হক, পাবনা জেলা রোভার কমিশনার এ এইচ এম এ ছালেক, সম্পাদক মোঃ আশরাফ আলী, বগুড়া জেলা রোভারের কমিশনার কে বি এম মুসা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা রোভারের সম্পাদক মোঃ মনিরুল ইসলাম রোভার অঞ্চলের ফিল্ড অফিসার গোলাম মাসুদ। ওয়ার্কশপে রাজশাহী বিভাগের ৮ জেলার ৮১ জন রোভার ৪ টি উপদলে বিভক্ত হয়ে ইউনিট গতিশিল করনে সমস্যা নিরূপন ও উত্তরণের কৌশল নির্ধারণ করে। পরবর্তীতে প্রোগাম বাস্তবায়নের লক্ষে সমাজ উন্নয়ন ক্যালেন্ডার প্রণয়নের সুপারিশ মালা প্রদান করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন রোভার অঞ্চলের ফিল্ড অফিসার গোলাম মাসুদ।

খবরঃ মোঃ হোসেন আলী ছোট্ট

অগ্রদূত লেখকদের প্রতি

অগ্রদূত আপনার পত্রিকা। বছরের যে কোন সময়ে অগ্রদূত এর জন্য লেখা পাঠাতে পারেন। আপনার এলাকার যে কোন স্কাউট সংবাদ; স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় কোন অনুষ্ঠানে স্কাউটদের সম্পৃক্ততার বিষয়ে প্রতিবেদন বা সংবাদ পাঠাতে পারেন। লিখতে পারেন আপনার কোন স্মৃতিকথা, গল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী, প্রবন্ধ বা নিবন্ধ। উত্তম ও দক্ষ, কাব-স্কাউট, রোভার, গার্ল-ইন-স্কাউট এর সদস্যদের সাক্ষাতকারও অগ্রদূতে প্রকাশ করা হয়। এ সাক্ষাতকার স্কাউট/রোভারবৃন্দের যে কেউ তৈরি করে ছবিসহ পাঠালে তা যত্নের সাথে প্রকাশ করা হবে। লক্ষ্য রাখবেন, আপনার লেখা যেন অগ্রদূত পাঠকদের জন্য উপযোগী হয়। কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে বা কম্পিউটার কম্পোজ করে লেখা পাঠাতে হবে। কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লেখে পাঠানো হলে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। লেখা বা সংবাদের সাথে ছবি থাকলে ভাল হয়, ছবি অবশ্যই পরিষ্কার হতে হবে। ছবির চারপাশে কোন প্রকার ডিজাইন বা বর্ডার দেবেন না। তবে কেউ ছবি পাঠালে তার সাথে ক্যাপশন বা বিবরণ লিখে দিবেন। সে সাথে আপনার পূর্ণ ঠিকানা এবং ফোন/মোবাইল নম্বর উল্লেখ থাকতে হবে। অসম্পূর্ণ বা ঠিকানাবিহীন কোন লেখা প্রকাশ করা হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেয়া হয় না।

সম্পাদক, অগ্রদূত

খুলনা অঞ্চল

সাতক্ষীরায় স্কাউটিং সম্প্রসারণে শিক্ষা অফিসারদের সমন্বয় সভা

বাংলাদেশ স্কাউটস সাতক্ষীরা জেলার আয়োজনে স্কাউটিং সম্প্রসারণের লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে শিক্ষা অফিসারগণের নিয়ে এক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সাতক্ষীরা জেলা স্কাউটস এর কমিশনার মুঃ আশরাফ উদ্দীনের সভাপতিত্বে ১৭ জুন'১৪ মঙ্গলবার সকাল ১১ টায় জেলা স্কাউট ভবনে সমন্বয় সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সভার উদ্বোধন করেন সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসক ও জেলা স্কাউটস এর সভাপতি নাজমুল আহসান। বিশেষ অতিথি ছিলেন, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আশরাফ হোসেন, জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগের সহকারি পরিদর্শক তাপস কুমার দাশ। জেলা স্কাউটস এর সম্পাদক আবুল বাশার পল্টুর পরিচালনায় সভায় সাতক্ষীরা জেলার সকল উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এবং তাদের প্রতিনিধিসহ সকল উপজেলা স্কাউটস এর সম্পাদকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, স্কাউটিং বিশ্বব্যাপী একটি সামাজিক আন্দোলন। এ আন্দোলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা একাডেমিক লেখাপড়ার পাশাপাশি সহ শিক্ষা গ্রহণ করে একজন আদর্শ, যোগ্য ও দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। সমন্বয় সভায় বক্তারা স্কাউটের আদর্শ, স্কাউটিং পদ্ধতি, ট্রুপ মিটিং, প্যাক মিটিং, দল রেজিস্ট্রেশন এবং পরিদর্শনের বিষয়ে আলোচনা করেন। এ সময় উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের মুক্ত আলোচনার ভিত্তিতে চর্তুবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

খবরঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন

নৌ অঞ্চল

নৌ আঞ্চলিক মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপ

বাংলাদেশ স্কাউটস, নৌ অঞ্চল এর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় নৌ আঞ্চলিক মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপ জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষন কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুরে গত ২১-২৩ মে ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ার্কশপে ৫ জন স্টাফ, ৬ টি এয়ার জেলার সম্পাদকসহ মোট ২৯ জন অংশ গ্রহণকরেন। ওয়ার্কশপের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সম্পাদক লে. কমান্ডার মো: মশিউর রহমান ও সহকারী পরিচালক জনাব মো: হামজার রহমার শামীম। উদ্বোধন অনুষ্ঠানের পর সংগঠনকে গতিশীল করার কৌশল নির্ধারন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। মাল্টিপারপাস এর দ্বিতীয় দিনে প্রশিক্ষন বিভাগের পক্ষে কথা বলেন জাতীয় উপ কমিশনার (প্রশিক্ষন) মো: আমিমুল এহসান খান পারভেজ এবং প্রোগ্রাম বিভাগের পক্ষে কথা বলেন জাতীয় উপ কমিশনার (প্রোগ্রাম) জনাব মো: জামাল হোসেন। ৩ দিনের মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপে গত ২০১৩-২০১৪ সালের বাস্তবায়িত কর্মসূচির মূল্যায়ন করা হয় এবং আগামী ২০১৪-২০১৫ সালের প্রস্তাবিত বার্ষিক কর্মসূচির ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করা হয়। ওয়ার্কশপের সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নৌ আঞ্চলিক কমিশনার রিয়ার অ্যাডমিরাল আওরঙ্গজেব চৌধুরী (জি), এনডিসি, পিএসসি, জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) জনাব মুহ. তৌহিদুল ইসলাম এবং জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষন কেন্দ্র, মৌচাক এর পরিচালক কে এম সাইদুজ্জামান। নৌ আঞ্চলিক কমিশনার বলেন- গুনগত দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সংখ্যা বৃদ্ধির দিকে নজর দিতে হবে -এই আশা ব্যক্ত করে ওয়ার্কশপে সমাপ্তি ঘোষণা করেন।